মনোশিক্ষা।

অর্থাৎ

মায়ামুগ্ধ জীবের প্রতি তত্ত্ব জ্ঞানোপদেশ।

পরম করুণাবরুণালয় সিদ্ধ।
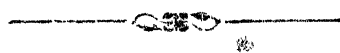
শ্রীযুক্ত প্রেমানন্দ দাস মহানুভব কৃত

অষ্টোত্তর শত পদ

বহু শত সদোপদেশী পরম হিতৈষী সদা

সদাশী বৈষ্ণব মহান্তাজ্ঞা শিরোধার্য্য পূর্ব্বকঃ।

কলিকাতা

শ্রীযুক্ত মধুসূদন শীলস্যাদেশে

চৈতন্যচন্দ্রোদয় যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল।

আহিরীটোলা ৯ নং বাটী।

শকাব্দাঃ ১৭৭৯

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ।

অথ মনোশিক্ষা।

জয় গৌরচন্দ্র সর্ব্ব বেদ অগোচর। নিত্যানন্দচন্দ্র জয় করুণাসাগর॥ অদ্বৈত আচার্য্য জয় ভক্তের জীবন। কৃপা দৃষ্টে চাহ প্রভু মুঞি জীবাধম॥

এ মন গৌরাঙ্গ বিনে নাহি আর। হেন অবতার হবে কি হয়েছে হেন প্রেম পরচার॥ দুরমতি অতি পতিতপাষণ্ডী প্রাণে না মারিল কারে। হরিনাম দিয়ে, হৃদয় শুধিল, যাচিয়ে গে ঘরে২॥ ভব বিরিঞ্চির, বাঞ্ছিত যে প্রেম, জগতে ফেলিল ঢালি। কাঙ্গালে পাইয়ে, খাইয়ে নাচয়ে, বাজায়ে করতালি॥ হাসিয়ে কাঁদিয়ে, প্রেমে গড়াগড়ি, পুলকে ব্যাপিল অঙ্গ। চণ্ডালে ব্রাহ্মণে, করে কোলাকুলি, কবে বা ছিল এরঙ্গ॥ ডাকিয়ে হাঁকয়ে, খোল করতালে, গাইয়ে ধাইয়ে ফিরে। দেখিয়া শমন, তরাস পাইয়ে, কপাট হানিল দ্বারে॥ এতিন ভুবনে, আনন্দে ভরিল, উঠিল মঙ্গল সোর। কহে প্রেমানন্দে, এমন গৌরাঙ্গে, রতি না জন্মিল তোর॥ ১

এ মন শচীরনন্দন বিনে। প্রেম বলি নাম, অতি অদভুত, গত হৈত কার কানে॥ শ্রীকৃষ্ণ নামের স্বগুণ মহিমা কেবা জানাইত আর। বৃন্দাবিপিনের, মহামাধুরিমা প্রে-

বেশ হইত কার ॥ কেবা জানাইত, রাধার মাধুর্য্য,রস যশ চমৎকার। তার অনুভব, সাত্বিক বিকার, গোচর ছিল কার ॥ ব্রজে যেই বিলাস,রাস মহারাস, প্রেম পরকীয়া তত্ত্ব। গোপীর মহিমা, ব্যাভিচারী সীমা, কার গতি ছিল এত ॥ ধন্য কলি ধন্য, নিতাই চৈতন্য, পরম করুণা করি। বিধি অগোচর, যে প্রেম বিকার, প্রকাশে জগতভরি ॥ উত্তম অধম, কিছু না বাছিল, যাচিয়ে২ কোল। কহে প্রেমানন্দ, এমন গৌরাঙ্গে, অন্তরে ধরিয়া দোল ॥ ২ ॥

ওরে মন শুন শুন তো অতি বর্ব্বর। শতসন্ধি জর জর, পেয়ে এই কলেবর, কিবা গর্ব্ব করিছ অন্তর ॥ ত্রয়াত্মিক ব্যাধি যত, বেড়িয়া আছয়ে কত, কি জানি কখন কেবা নাশে। এ আমি আমার বলি, নিজ প্রভু পাসরিলি, শমন কিঙ্কর দেখি হাসে ॥ যে দেহ আপন জ্ঞানে, যত্নকর রাত্রি দিনে, বসন ভূষণ কত বেশ। পরমাত্মা ভগবান, যবে হবে অন্তর্দ্ধান, ভস্ম বিট ক্রিমি অবশেষ ॥ নিদ্রাতে পড়িলে মন, কোথা ঘর দ্বার ধন, স্ত্রী পুত্র বান্ধব থাকে কথি। ইহাতে না লাগে ধন্দ, তবু কার্য্য কর মন্দ, না চিন্তিলে আপনার গতি ॥ নিতি২ জীব মর, ইথে না বিচার কর, এমতি যাইবে একবার। কহে দীন প্রেমানন্দ, ভজ কৃষ্ণপদ দ্বন্দ, মায়াপাশ ঘুচিবে গলার ॥ ৩ ॥

ওরে মন কিসে কর দেহের গুমান। মৈলে দেহের যে অবস্থা, নহ কি তাহার জ্ঞাতা, দেখিয়ে শুনিয়ে নহে জ্ঞান ভূষণে ভূষিত যেই, পচিয়ে পড়িবে সেই, পুড়িবে করিবে নহে ছাই। কুক্কুর শকুনি শিবে, বেড়িয়ে খাইবে কিবে,

কিম্বা কৃমি ইহা কি এড়াই ॥ সত্যে লক্ষ বর্ষ যারা, কেহ না কি আছে তারা, এবে কলি কি আয়ু তোমার। চরাচর দেখ যত, সকলি হইবে হত, ধন জন বা সম্পদ আর ॥ কৃষ্ণ হৈতে জন্ম তোর, মায়াতে ভুলিয়া ভোর, চুরি দারী প্রবঞ্চ বচনে। আপন উদ্ধার পথে,তিলে দৃষ্টি নাহি তাতে নরকের হেতু রাত্রিদিনে ॥ চারিযুগে ত্রিভুবনে,ভূত ভবিষ্য বর্ত্তমানে,সত্য সত্য কৃষ্ণ মাত্র সার। স্মৃতি ছাড়ি কৃষ্ণপদে ভুলিলে সংসার মদে, এমুখ লুটিবে যমদ্বার ॥ কহে প্রেমানন্দ দাস, দন্তে তৃণ গলে বাস, কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহ ওরে ভাই যদি কৃষ্ণ বল বক্ত্রে, কুকার করয়ে শাস্ত্রে, ত্রিভুবনে তার সম নাই ॥ ৪ ॥

এ মন তুমি বা ভুলেছ কিসে। তোমারে দেখিয়া শমন কিঙ্কর হাতে তালি দিয়া হাসে ॥ রাত্রি দিনে কত, অসত পচাল, শ্রীকৃষ্ণ কহিতে নারো। এমন দুর্লভ, জনম পাইয়ে, কি সুখে এ ক্ষেপ হারো ॥ ধন জন যত, আপনা বলিছ, কে তোর যাইবে সাথে। গায়ের গুমানে, পিছু না গণিলি ঠেকালি শমন হাতে ॥ দেখিয়ে শুনিয়ে, বুঝিতে নারিলি, অসারে জানিলি সার। আপনার মাথা, আপনি ভাঙ্গিলি, বল না এদোষ কার ॥ এখন তখন, কখন কি জানি, হাসিতে খেলিতে পড়ি। এমুখ স্মরিবে, গলায়ে যখন, চড়িবে চামের দড়ি ॥ বদন ভরিয়া, হরি২ বল, শমন তরিবে সুখে কহে প্রেমানন্দ, হরি না ভজিলি,কালিচুণ তোর মুখে। ৫।

এ মন আর কি মানুষ হবে। ভারত ভূমেতে, জনম লভিয়ে, সে কায করিলি কবে ॥ প্রথম জননী, কোলেতে

কৌতুক, নাহি ছিল জ্ঞান আর। শিশুর সহিতে, খেলালি বেড়ালি, পৌগণ্ড এমতি পার॥ প্রকৃতী অর্থ, অনর্থ হইল, সে মদে হইলি ভোর। বুঝিতে নারিয়ে, কামিনী সাপিনী, মাতিয়ে রাখিলি ক্রোড়॥ সুত সুতা লয়ে, মগনে রহিলে, ভুলিয়ে পূরব কথা। মায়ের উদরে, কত না কহিলে, যখন পাইলে ব্যথা॥ চতুর্থে আসিয়ে, জরায় ঘেরিল, সামর্থ হইল হীন। তবু তোর মোর, না ঘুচে বচন, শমন গণিছে দিন॥ কুবুদ্ধি ছাড়িয়ে, হরি২ বল, নিকট হইল আই। কহে প্রেমানন্দ, যে নাম লইলে, শমন গমন নাই॥ ৬॥

ওরে মন দেখি শুনি না বুঝ আপনা। কেবা তুমি কোথা হৈতে, জন্মিয়াছ জীব ক্ষাতে, কেবা মারে কাহার ঘটনা॥ গর্ভে ঘোর যন্ত্রণাতে, কে রক্ষা করিল তাতে, কে ক্ষীর রাখিল মার স্তনে। অজ্ঞানে এমন জ্ঞান, স্তনধরি দুগ্ধপান কোথা পেলি এসব সন্ধানে॥ একা মাত্র এলি হেথা, স্ত্রী পুত্র বা ছিল কোথা, এবে কিসে বলহ আপনা। আমি বল যেই দেহ, হেথায় পড়িবে সেহ, কেবা আর হইবে আপনা॥ কার হয়ে কার বল, নিজ প্রভু কেন ভুল, তিনলোক বন্ধু মাত্র সেই। কহে প্রেমানন্দ মন, ভজ কৃষ্ণ শ্রীচরণ, মায়াবন্ধ ধাধা যাবে এই॥ ৭॥

ওরে মন কি রসে হইয়া রৈলি ভোর। কি বলিয়া এলি সেথা, কি কায বা কর হেথা, তিলেক চেতন নাহি তোর॥ পুত্র দারা সম্পদ, জীবন যৌবন মদ, যে কারে সে সকলি অসার। জলবিম্ব কতক্ষণ, তেমতি জানিহ

মন, ত্রিভুবনে কৃষ্ণ মাত্র সার ॥ যে দিন যে গেল যায়, যা আছে সামাল তায়, কালদূত দাঁড়াইয়া পথে ছাড়িয়া অন্যথা কাম, বল রাধাকৃষ্ণ নাম, কভু দেখা না হবে তা সাথে ॥ আজ্ঞাকারী ব্রহ্মা হর, শমন কিঙ্কর যার, সুর মুনি যে পদ ধেয়ায় । হেন কৃষ্ণ পদ ছাড়ি, গলে দিয়া মায়াদড়ী, কদর্থহ কেনরে আমায় ॥ প্রেমানন্দ কহে ভাই, কৃষ্ণ বিনা গতি নাই, ভজ কৃষ্ণ চরণারবিন্দে । সংসার সাগরে পড়ি, কেন কর কাড়ুবাড়ি, কহ কৃষ্ণ তরিবে আনন্দে ॥ ৮ ॥

এ মন এখন কর কি কাম । জান না কি বলি, শমন খাতায়, লিখিয়া এসেছ নাম ॥ দেখনা ভুলিয়া কি কায করিছ, দূতেরা জানায় ঝাটে । তখনি এসব কাগজ ধরিয়া, পলকের আটে ॥ উলটি পালটি, নাড়িছে দেখিছে, যখন ফুরাবে জমা । অভ্রম করিয়া, বান্ধিয়া লইবে, বুঝিয়া দে ভাই ক্ষমা ॥ গলে দড়ি দিয়া, নরকে ডুবাবে, যখন দেখিবে পাপ । যদি না থাকয়ে, আদরে গৌরবে, সে তোরে বলিবে বাপ । হওনা এখানে, রাজা কি দেওয়ান, ধনিন কুলীন মানি । তা বলি সেখানে, আদর নহিবে, আপনা সামাল জানি ॥ বদন ভরিয়া, হরি হরি বল, কি ছার সুখেতে ভোর । কহে প্রেমানন্দ, শমন তরিতে, এবড় সুলভ তোর ॥ ৯ ॥

এ মন বদনে বলহ হরি হরি। হেলায় জনম, বিফলে গোঙালি, দেখ না কখন মরি ॥ মদনে চঞ্চল, বিকল হইয়া, সদাই কুপথে ধালি । পুরব স্মরিয়া, বুঝনা তুমি

কি, ইহাই করিতে আলি।। ব্যাপারে আসিয়া, মূল হারা ইছ, তল্লাস করি না চাও। ঠকের সহিতে, যে তোম্ব মিতালি, কবে বা সে বোধ পাও।। জানন নরকে, ফেলিয়া পচাবে, অন্তক যাহার নাম। এখন তখন, কখন আসিয়া, গলায় বান্ধিবে দাম।। ভারত ভুবনে, মানুষ জনম, এমন আর বা কবে। ইহাতে না হলো, তখন হবে কি, শৃগাল কুক্কুর যবে।। বল হরি২, শমনে রাখহ, তাহারে করহ রাজি। কহে প্রেমানন্দ, ইহাতে যে ভুলে, সে মেনে বড়ই পাজি।। ১০ ।।

ওরে মন শুন২ তো বড় গোয়ার। ছাড়িয়া সতের সঙ্গ, অসত সঙ্গে সদা রঙ্গ, পরিণাম না কর বিচার।। কামাদির বশ হয়্যা, সদা ফির মত্ত হৈয়া, জান নাকি অক্ষয় অমর। দণ্ডকর্ত্তা আছে যেই, দণ্ডে২ লিখে সেই, তিলেকে ভাঙ্গিবে গর্ব্ব তোর।। খরপ্রায় বহ ভার, যেবা কন্যা পুত্র দার, পাল যারে আপনা জানিয়া। যবে কাল বান্ধি লবে, এ দেহ পড়িয়া রবে, দেখি মুখ রহিবে ফিরিয়া।। করিয়া বাহির বাটী, গৃহে দিবে ছড়া ঝাটি, স্নানকরে পবিত্র লাগিয়া।। কহ দেখি কেবা ছিল, কাহারে আদর কৈল, এবে কেন ফেলে পোড়াইয়া।। কহে প্রেমা নন্দ চিত, যদি চাহ নিজ হিত, কৃষ্ণ২ কহ শ্বাস২। কৃষ্ণ জগতের কর্ত্তা, কৃষ্ণ তিনলোক ত্রাতা, ভজি কৃষ্ণ কাট কর্ম্মফাস।। ১১ ।।

ওরে মন কিছু বোধ নাহিক তোমার। না চল সতের মত, নীচসঙ্গে সদা রত, সংসার জানিছ কিবা সার।। মত্ত

ভুয়ে ধনে জনে, পরকাল নাহি জ্ঞানে, মিছা কাজে কেন কাট আই। যবে আসি কালদূতে, বান্ধিবে গলায় হাতে তবে দিবে কাহার দোহাই ॥ স্ত্রী পুত্র বান্ধব যারা, দাণ্ডায়ে দেখিবে তারা, দণ্ডেক রাখিতে শক্তি নারে বস্ত্রাদি লইবে টানি, সঙ্গে মাত্র দিবে কানি, জন্মাবধি পোষহ যাহারে ॥ কার সঙ্গে তব নাতা, অসময়ে কেবা ত্রাতা, ঝুঁর লাগি ঝুর রাত্রি দিনে। এমন বিপত্তি কালে, যার নামে তরি হেলে, হেন প্রভু নাহিক স্মরণে ॥ ছাড় সব ধান্ধাবাজি, শমনে করহ রাজি, কৃষ্ণ২ কহ অবিশ্রাম প্রেমানন্দ কহে ভাই, কৃষ্ণ বিনা গতি নাই, ভজ কৃষ্ণ ত্যজ অন্য কাম ॥ ১২ ॥

এ মন বুঝিয়া বুঝিতে নার। সেখানে কি কথা, কহি য়া আইলি, এখানে কি কায কর ॥ কি সুখে ভুলিছ, পাছু না গণিছ, শমন দেখনা পাছে। যখন লইবে, কেহ না জানিবে, শতেক থাকিলে কাছে ॥ যত পরিজন, যতনে পালিছ, মাথায় বহিয়া তারা। দিবস রজনী, ভাবিতে গণিতে, আপনি হইলি সারা ॥ চুরি প্রবঞ্চনা, কত না করিছ, যাদের সুখের লাগি। যখন এপাপে, নরকে ডু-বাবে, তখন কে তোর ভাগী ॥ কোথা হৈতে আইসে, কোথা বা কে যায়, দেখনা কে কার সাথি। কিসে সে আপন, হইল কখন, তোমার আমার তাথি ॥ বদনভরিয়া হরি হরি বল, এতিন লোকের বন্ধু। কহে প্রেমানন্দ, নামের প্রভাবে, তরিবে এভব সিন্ধু ॥ ১৩ ॥

এ মন এ তোর কেমন রীত। আপনা খাইলি, পিছু না চাহিলি, কিছু না গণিলি হিত॥ সংসারে আইছ, উদর পুরিছ, সুখেতে শুয়েছ খাটে। দেখনা শমন, করিবে দমন, চর বসায়েছে বাটে॥ সময় পাইবে, আসিয়া লইবে, সয়া বান্ধিয়া চামের দড়ী। কেহ না রাখিবে, দেখিয়া থাকিবে, এ দেহ রহিবে পড়ি॥ এ ধন সম্পদ, করিছ যে মদ, ইহা বা রহিবে কোথা। কি লয়ে যাইবে, ইহা কে খাইবে, এসুখ দিবেক তথা॥ যে তোর আপনা, করিছ জাপনা, এ আর কারে না পাও। ভাবিয়া দেখনা, যেমন বেদনা, সে তার যাহার ঘাও॥ ছাড়ি কুটিনাটি, হাতে ধর লাঠি, হরি২ বল মুখে। কহে প্রেমানন্দ, এ বড়ি আনন্দ, শমন তরিবে সুখে॥ ১৪॥

ওরে মন ভাল সে ভরসা কৈনু তোর। পূরব যতেক কথা, সব ঘুচাইলে হেথা, কি সুখে হইয়া রৈলি ভোর॥ কামাদির শত্রুগণে, মিশাইয়া তার সনে, সদত করহ টানা টানি। আপনার নিজ কায, তাহাতে পাড়িলে বাজ, অসতকে সত বলি জানি॥ অসত চেষ্টা কুটিনাটি, করি কেন খাও মাটী, কেবা তুমি আপনাকে চিন। যার সুখে চুরিকরা, সবে এড়াইবে তারা, তুমি আমি কভু নহে ভিন॥ কৃষ্ণপ্রেম সুধানিধি, তাহে ডুব নিরবধি, যার আগে মোক্ষাদির খার। কহে প্রেমানন্দ দাস, পুরাহ মনের আশ, পাগলাই না করিহ আর॥ ১৫॥

ওরে মন ধিক রে তোমায়। পাইয়া মানুষ জন্ম, না চিন্তিলে কৃষ্ণকর্ম্ম, বৃথা জন্ম গেল রে খেলায়॥ কতেক

সুকৃতি ফলে, মানুষ উত্তম কুলে, তাহাতে ভারতবর্ষে জন্ম ধন্য কলিযুগ তাতে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যাতে, প্রকাশিলা নাম মাত্র ধর্ম্ম ॥ পায় ধরি ছাড় ভ্রম, কিছু নাই পরিশ্রম, কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহ অবিরাম। কহ লক্ষকথা আন, তাহে না আলিস জ্ঞান, কি ভার কি বোঝা কৃষ্ণনাম ॥ এ যদি না শুন ভাই তবে আর গতি নাই, হেন জন্ম না হইবে আর। কহে প্রেমানন্দ এবে, না ভজ শ্রীকৃষ্ণ তবে, কোটিকল্পে নাহিক নিস্তার ॥ ১৬ ॥

এ মন তুমি সে অবোধ বড়। দেখিয়া শুনিয়া বুঝিতে নারিয়া, করিতে না পার দড় ॥ কে সার অসার, না কর বিচার, কে তুমি কর কি কায। পরের কারণে, শরীর ক্ষোয়ালি, আপন কাযেতে বাজ ॥ এধন এজন, আপনা ভাবিছ, সে তোর বুদ্ধির ভুল। এখন তখন, কখন কিহয় বুঝনা আপন মূল ॥ দেখনা জীবন, কেবল পবন, যাইতে কি তার বাধা। কিসের কারণে, এতেক আরতি, খাটিয়া মরিছ গাধা ॥ দিবস রজনী, তিলে না বিরাম, গণিছ পড়িছ কিবা। রবির নন্দন, আসিবে যখন, তারে কি উত্তর দিবা ॥ বদন ভরিয়া, হরি২ বল, বসিয়া সাধুর সঙ্গ। কহে প্রেমানন্দ, কি ভয় শমনে, আপনি দিবে সে ভঙ্গ ॥ ১৭ ॥

এ মন তোর কি করম কু। অসতে ভুলিলি, আপনা মজিলি, চিনিতে নারিলি সু ॥ কুযোনি যতেক, ভ্রমিয়া কতেক, পাইছ মানুষ দেহ। মুখের অলসে, হরি না বলিলি, বিফলে গোঙালি সেহ ॥ দেহের গুমানে, পিছু

না গণিলি, আপনা জানিলি না। তিলেকে গরব, হইবে খরব, কোথা বা রহিবে তা ॥ জাননা শমন, হাতেতে দমন, রুষিয়া বসেছে সে। আসিয়া যখন, করিবে বন্ধন, তখন রাখিবে কে ॥ করহ বিচার, আছে একবার, মরণ এড়াবে কে। হরি যে বলিল, আপন সারিল, শমন জিনিল সে ॥ তোর পায়ে ধরি, বল হরি হরি, সুস্থির করিয়া ধী। কহে প্রেমানন্দে, অধর আনন্দে, যমকে ডর বা কি ॥ ১৮ ॥

ওরে মন রুচি নহে কেন কৃষ্ণনাম। তবে জানি পূর্ব্ব জন্মে, আছে কত পাপকর্ম্মে, তেলাগি বিধাতা তোরে বাম ॥ যদি অন্য কথা পাও, আটিয়া সাঁটিয়া কও, কৃষ্ণ নাম লইতে আলিস। যদি শুন কৃষ্ণকথা, বজ্র যেন পড়ে মাথা, ঘুমে ঝুমে তল্লাস বালিশ ॥ যদি হয় অসত কথা, ঘুমেতে চিয়ায় তথা, শুনিতে বাড়য়ে কত রতি। নীচ সঙ্গে সদা বাস, সাধুজন দেখি হাস, কুলটা বন্দিয়া নিন্দে সতী ॥ শ্রাদ্ধদের অধিকারী, ভাঙ্গিবে এভারিভুরি, আসি দুত লইবে বান্ধিয়া। কি গুমান কর দেহ, পচি গলি যাবে এহ, ধন জন রহিবে পড়িয়া ॥ যে সুখে হয়েছ মত্ত, বুঝি দেখ তার তত্ত্ব, ইহা তোর রহিবে কোথায়। আজি মর মর কালি, মরণ এনহে গালি, কৃষ্ণ২ কহ দিন যায় ॥ যে কৈলে সে কৈলে মন, এবে হও সাবধান, ফিরে বৈস কে তোরে হারায়। কহে প্রেমানন্দ সুখে, রাধাকৃষ্ণ বল মুখে, শমন জিনিয়া উঠ নায় ॥ ১৯ ।

ওরে মন তোমার চরিত্রে লাগে ধন্দ । তাই তোরে লাগে ভাল, যাতে নষ্ট পরকাল, কি জানি কি কর্ম্ম তোর মন্দ ।। কুসঙ্গে অসত কথা, সর্ব্বদা প্রবৃত্তি তথা, সাধুসঙ্গ কাঁটা হেন জ্ঞান । যদি দৈবে কভু হয়, তবে যেন বিন্ধে গায়, উষিপুষি করিয়া প্রস্থান ।। কৃষ্ণলীলা গুণগান, যদি হয় কোন স্থান, যদি বেড়ে পড় কোন দিনে। থাকিতে কিঞ্চিৎ কাল, বাস হৈল কি জঞ্জাল, বিশ্রাম করিলে জীয়ে প্রাণে ।। প্রহর বা দণ্ড পল, তাহাতে সর্ব্বস্ব তল, ভাবি ই উঠি যাও চলে । যদি ব্যাধি ধরে ঘাড়ে, ছমাস বৎসর পাড়ে, তবে সংসার কে রাখে সেকালে ।। সৃষ্টি করিয়াছে যেই, অবশ্য পালিবে সেই, নহে কেন সংহার না করে। দেখ যাঁর আজ্ঞাবলে, মাটীকে ভাসায় জলে, চন্দ্র সূর্য্য উদয় যার ডরে ।। সেই প্রভু সর্ব্বেশ্বর, ব্রহ্মা আদি আজ্ঞাকর, হেন কৃষ্ণ ভুল কেন ভাই । প্রেমানন্দ কহে মন, কৃষ্ণ কহ অনুক্ষণ, তবে কর্ম্ম বন্ধন এড়াই ।। ২০ ।।

এ মন তোমারে বলিব কত। শুনিয়া শুননা, জানিয়া জাননা, না ছাড় আপন মত ।। একাল গণিছ, পরে না ভাবিছ, আপনা আপনি বড় । পিছু যে মরণ, আছ বিস্মরণ, দেখনা কখন পড় ।। জান কি অমর, এবাড়ী এ ঘর, এমোর এমোর কথা। ক্ষণেকে সকল, হইবে বিফল তুমি বা থাকিবে কোথা ।। যে তনু আপন, তা নাকি তখন, সংহতি করিয়া লবে। তুমি বা কাহার, কেবা বা তোমার, কে আর আপন হবে ।। এধন কামিনী, দিবস যামিনী, আমোদে গোয়ালি সব। বদন ভরিয়া, হরি না

বলিলা, দণ্ডেক পলক লব ।। ওরে দুরাচার, না কর বিচার, তরিতে শমন দায়। কহে প্রেমানন্দ, শ্রীকৃষ্ণেরপদ দ্বন্দ, সদা ভাব ডর বা কায় ।। ২১ ।।

এ মন তুমি সে ভাবিছ কিবা। না জানি এতেক তুমি এসংসারে, কতেক কাল বা জীবা ।। আপনা আপনি, জানিছ চতুর, গায়ের গরবে জোর। কাল চাহিয়া, স্বে কাল হারালি, একোন চাতুরী তোর।। ধন জন যত, আপনা জানিছ, এখন বুঝিছ ভাল। কটির কৌপীন, ছাড়িয়া চলিবে, যখন বান্ধিবে কাল ।। ভারত ভূমেতে, মানুষ জনম, দেখনা কতেক শ্রমে। এমন জনমে, হরি না ভজিলি কুসঙ্গে হারালি ভ্রমে ।। শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রবণের পথ, না কৈলি সতের সঙ্গ। অসতে মজিয়া, দিবস গোঙালি, এ আর কেমন ঢঙ্গ ।। যে কৈলি সে কৈলি, শুনরে পামর, কি ছার সুখেতে রত। কহে প্রেমানন্দ, হরি হরি বল, আনন্দে ভাসিবে কত ।। ২২ ।।

ওরে মন তুমি সে ডুবাও ভবকূপে। যতেক ইন্দ্রিয়গণ তোর বশ অনুক্ষণ, স্বতন্ত্র না হয় কোনরূপে ।। যে দেখহু দেখ নেত্রে, কানে শুন তুমি সাথে, যেখানে চালাও চলে পা। যে কথা যে রসে রথ, জিহ্বা লয় তার মত, তো বিনু নাড়িতে নারে পা ।। সেই কর পরিশ্রম, কেন না ঘুচাহ ভ্রম, ভাল মন্দ না চাহ ফিরিয়ে। কিবা নিত্য কি অনিত্য ভাবিয়া না বুঝ চিত্ত, বিষ খাও অমৃত ত্যজিয়ে ।। সাক্ষাতে না দেখ কত, মরি যায় শত২, ধন জন ফেলায়ে হেথাই জন্মভরি যত ক্লেশ, সব অকারণ শেষ, সঙ্গের সম্বল কোথা

ভাই ।। কৃষ্ণনাম চিন্তামণি,হও সেই ধনের ধনী, ভরি লহ বদন কুটারি । খাও বিলাও নাহি ক্ষয়, যম কিন যাকু ভয়, ডঙ্কা পড়ুক ত্রিভুবন ভরি ।। সাধুসঙ্গে লওয়া দেওয়া লাভে মূলে যাবে পাওয়া,ঠকসঙ্গে না করিহ মেলা । যদি কর ফল পাবে, লাভে মূলে হারাইবে, প্রেমানন্দ কহে তবে গেলা ।। ২৩ ।।

ওরে মন বৃথা কেন কর্ম্মেরে দোষাও। মানুষ উত্তম দেহ,ভারতবর্ষেতে সেহ,ইহার অধিক কিবা চাও।। বিচারিয়া দেখ তন্ত্র, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণমন্ত্র, উপাসনা হইয়াছ তাই তাতে কলিযুগ ধন্য, ধ্যান যজ্ঞাদিক অন্য, কৃষ্ণ নাম বিনা ধর্ম্ম নাই ।। কৃতকর্ম্ম কর ভোগ, বিধাতাকে অনুযোগ,সে কবে অন্যায় কারে করে । পাপপুণ্য পূর্ব্বার্জ্জিত এজন্মে তা পরিচিত;এবে যা তা এখনি বা পরে ।। ভাবি, দেখ কেবা কার,যে কর সে আপনার, কারো কর্ম্মে কারো নাহি যায় । সংসার বিষের লাড়ু,কি বুঝে খাইছ ভাড়ু, দেখ জীর্ণ কৈল সর্ব্ব কায় ।। কিসেবা নিশ্চিন্ত আছ উলটি না দেখ পাছ, কবে জানি পড়িবে ঢুলিয়া । যম দুত দণ্ড হাতে, সে দাণ্ডায়ে আছে পথে, তারে বুঝি রয়েছ ভুলিয়া ।। যদি জিতে সাধ হয়, কৃষ্ণনাম সুধাময়, সে অমৃত সদা পিয় ভাই । প্রেমানন্দ কহে তবে, সব বিষজ্বালা যাবে, মৃত্যু জিনি এড়াই শমন ।। ২৪ ।।

এ মন তোমারে বলিব কি। সংসার বাসনা, যে শ্রম কেবল, ছাইতে ঢালিছ ঘি ।। দিবস রজনী, লিখিছ

পড়িছ, ভাবিছ গণিছ তাই। খাইতে শুইতে, উঠিতে বসিতে, তিলেক বিরাম নাই॥ চল্লিশ পঞ্চাশ, ষাটি বা সত্তরি, নহে বা শতেক ওর। ইহারি ভিতরে, কখন কি হয়, তা না কি নিয়ম তোর॥ এখানে যেমন, সুখটি চাহিছ, দুঃখটি ভাবিছ ভয়। মরিলে এসুখ, কোথায় পাইবে, তা না কি ভাবিতে হয়॥ এ আয়ু শতেক, জানিবে কতেক, গরব করিছ কত। হরি না বলিলে, শমন নরকে, মজাবে কলপ শত॥ চরণে ধরিয়ে, মিনতি করিয়ে, হরি হরি বল ভাই। কহে প্রেমানন্দ, নামের প্রসাদে, এভব তরিয়ে যাই॥ ২৫॥

এ মন বুঝিতে নারিয়া গেলা। ভাবিয়া দেখনা, এ ধন সম্পদ, কেবল ধূলারি খেলা॥ লড়িয়ে বড়িয়ে, সুখেতে ডুবিছ, বল কি খাইতে পাও। এ মোর এ মোর, দিবস কতেক, পিছু না ছাড়িয়া যাও॥ অধনে যতন, ধন না চিনিলি, কি মদে হইলি ভোর। অমৃত ত্যজিয়ে, বিষয়ে মাতিয়ে, গরলে আদর তোর॥ এবুঝ কেমন, হরিনামধন, অমূল্য রতন, অক্ষয় এতিনকালে। খাইতে বাড়িবে, সঙ্গে যে যাইবে, এধন হারালি হেলে॥ অলস করিয়া, হরি না বলিছ, গায়ের গুমান যত। যখন শমন, বান্ধিয়া লইবে, এসুখ লুটিবে তত॥ কুবুদ্ধি ছাড়িয়া, আপনা সারহ, হরি হরি বল মুখে। কহে প্রেমানন্দ, একাল ওকাল, দুকাল গোঙাবি সুখে॥ ২৬॥

ওরে মন একি তোর অসতাই জ্ঞান। আমি বড় বুঝি জানি, ধনীন কুলীন মানী, আপনা আপনি অভিমান॥

পর ছিদ্র কর রোষ, না লও আপন দোষ, অহঙ্কারে সা
ধুত্ব জানাই। ডুব দিয়া খাও জল, চিত্রগুপ্ত বলে ভাল
ইহাতে না রবে চাতুরাই॥ ধন জন ঠাকুরাল, এ না রবে
কতকাল,শতেক বৎসর মাত্র আই। সেই নহে নিরূপণে
কোন দণ্ড কোন ক্ষণে, হাসিতে খেলিতে কবে যাই।
রাজা কিবা কোতয়াল, সভাকে লইবে কাল, ভুঞ্জাইবে
যার যেই কর্ম্ম। শমন তরিতে চাহ, মুখে কৃষ্ণ২ কহ,কেন
বৃথা গোঙাও এই জন্ম॥ হীন হৈয়া আপনাকে, কৃষ্ণ২
কহ মুখে, অসত সঙ্গে না চলিহ আর। প্রেমানন্দ কহে
অতি, যদি কর পাপে রতি, সুন্দর পাইবে প্রতিকার॥

ওরে মন ধন জন জীবন যৌবন। এই আছে এই নাই
চক্ষে কি না দেখ ভাই, তুমি কিসে বলিছ আপন॥
নিশির স্বপনে যেন, এ ধন সম্পদ তেন, তিলেকে সকলি
হয় মিছে। দেখিয়া না দেখ কেনে,শুনিয়া না শুন কানে
কি লাগি ছাড়িতে নার ইচ্ছে॥ কন্যা পুত্র যত ইতি,সে
মরিলে যায় তথি, কি জানি কোথায় তুমি যাও। মিছা
মোর মোর কর, রাত্রি দিন ভাবি মর, পরলাগি আপনা
হারাও॥ কেবা আর অন্য পর, আপনা এ কলেবর, সে
না কি তোমার সঙ্গে যায়। পাছু নাহি দেখ এবা, তো
লাগি কান্দে কেবা, কার লাগি কর হায় হায়॥ যেবা
হইয়াছে আয়ু,সে মাত্র নাসার বায়ু, সরিয়া পড়িলে আর
নাঞিও। কিবা বৃদ্ধ কিবা বাল, নাহি তার কালাকাল,
কোথা থাকে যৌবন বড়াই॥ এ সকল যাঁর মায়া, তাঁরে
কেন ভুল ভায়া, যাঁর নামে ত্রিভুবন তরে। প্রেমানন্দ

কহে যদি, কৃষ্ণ কহ নিরবধি, তবে কি এ জন কোথা মরে ॥ ২৮ ॥

এ মন তুমি সে মূরখ বড় । ধন জন পায়ে, আমোদে রয়েছ, এই ভাবিয়াছ দৃঢ় ॥ কত ধনী জন, তোমার সাক্ষাতে, ছাড়িয়া মরিয়া গেল । কেহ না তাদের, যে ছিল তারা কি, কিছুবা সঙ্গেতে দিল ॥ পরে কি করিবে, ষোড়শ বিরস, তাহাতে হইবে পার । শমন ভুবনে, বাঁধিয়া লইলে, ফিরাণ সে বড় ভার ॥ ভুকতি মুকতি, কেমনে বুঝিবে, পিরীতি বচনে ডাক । বিচার করিয়া, বুঝিয়া দেখিলে, আছয়ে বিস্তর পাক ॥ যে কর সে কর, আপন করণ, তাহাই তুমি সে পাবে । বৃথাই করিয়াছ, পরের ভরসা, কা হতে কিছু না হবে ॥ বদন ভরিয়া, হরি হরি বল, এ বেদ পুরাণ সার । কহে প্রেমানন্দ, এবড় আনন্দ, যমকে ডর কি আর ॥ ২৯ ॥

এ মন তবে সে জানিয়ে তোরে । শমন কিঙ্কর, আসিয়ে দাঁড়ালে, রহিতে পার কি জোরে ॥ যখন আসিয়া বুকেতে বসিয়া, কফেতে চাপিবে গল । এ তোর গুমান, কোথা বা তখন, কোথা বা রহিবে বল ॥ কহ না এরূপ কোথায় থাকিবে, ভাঙ্গিয়া বসিবে বুক । কোথা বা রহিবে, আখির ঘূরাণি, বিকট হইবে মুখ ॥ তখন কি হবে, উঠিতে নারিবে, নালায় মাগিবে পানী । যাদের সোহাগে, আপনা হারালি, সে মুখ ফিরাবে শুনি ॥ এ দেহ ছাড়িয়া, যখন চলিবে, রাখিতে নারিবে তিলে । জাননা গলায়, কলসী বাঁধিয়ে, টানিয়া ফেলাবে জলে ॥ কহে

প্রেমানন্দ, এমন সময়ে, কেবল গোবিন্দ বন্ধু। মুখ ভরি যদি, হরি২ বল, তরিবে এভব সিন্ধু ॥ ৩০ ॥

ওরে মন এবার বুঝিব ভারিভুরি। কুপিয়াছে সূর্য্য-সুত, বান্ধিবে তাহার দূত, যেমন ফির অসতাই করি ॥ যদি মোর বোল ধর, তবে মোকে রক্ষা কর, যদি জয় করিবে শমন। কৃষ্ণনাম গান করি, সাধুগণ সুর ভরি, তার মাঝে রহ অনুক্ষণ ॥ ত্রিভুবনে যেই আলা, তিলক তুলসীমালা,দৃঢকরি ধর আগুয়ান। দেখি হেটকরি মাথা সসৈন্যে সে যমভ্রাতা, ভঙ্গ দিয়া করিবে প্রস্থান ॥ শ্রীগুরু করুণা ছায়া, চন্দ্রাতপ টাঙ্গাইয়া, বসি থাক আনন্দহৃদয় কৃষ্ণ নিত্যদাস বলি, সর্ব্বত্রে ফিরাও ঢুলি, প্রেমানন্দকহে কারে ভয় ॥ ৩১ ॥

এ মন বুঝিয়া বুঝিতে নার। দিনে দিনে তোর ভাটি কি উজান, শরীরে কেন না হের। আগে যেন দেহে, পা তর ঠেলেছ, এবে দাণ্ডাইতে হেল। শ্রবণ নয়ন, তারাও এমনি, দশন কোথাবা গেল ॥ রুধির শুকায়ে, বল লুকা য়েছে, বাতাসে হেলিছে চাম। যত সন্ধি কল, ক্ষণেকে লাড়িছে, সরস হৈয়াছে দাম ॥ তবু ঘুচিল না, এ আমি আমার, ফিরি না চাহিলি পাছে। এখন তখন, কখনকি হয়, শমন দেখনা কাছে ॥ তুমি কত শত, পোড়ায়ে এসেছ, বিবেক নহে কি তায়। তোরে না আবাড়,অমনি পোড়াবে, দেখি না বুঝিলি হায় ॥ বদন ভরিয়া, হরি না বলিলি, সদাই অসতে ভোর। কহে প্রেমানন্দ, আবার কপালে, কি জানি কি আছে তোর ॥ ৩২ ॥

এ মন কি লাগি আইলি ভবে। এমন জনমে, হরি না ভজিলি তে তুই মানুষ কবে ॥ মানুষ আকার, হইলে কি হয়, করয়ে ভূতের কাম। নহে বা বদনে, কেনবা বলহ, শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ নাম ॥ পাখিরে যে নাম, লওয়াইলে লয়, শারী শুক আদি কত। তুমি যে ইহাতে, আলস্য করহ, এ হয় কেমন মত ॥ দিবস রজনী, আবাল তাবাল,পচাল পাড়িতে পার। তাহার ভিতরে কথন কেন কি, গোবিন্দ বলিতে নার ॥ ভজিব বলিয়ে, কহিয়া আইলি, ভুলিলি কি সুখ পায়ে। বুঝিনু আবার, শমন নগরে, নরকে মজ্জিবে যায়ে ॥ বদন ভরিয়া, হরি বল যদি, ক্ষতি না হইবে তায়। কহে প্রেমানন্দ, তবে যে নিতান্ত, এড়াবে কৃতান্ত দায় ॥ ৩৩ ॥

ওরে মন আর কি হইবে হেন জন্ম । না জানি কি পুণ্যফলে, মানুষ উত্তম কুলে, হেলে যায় না বুঝিলে মর্ম্ম দেখ আয়ু সংখ্যা যত, নিদ্রাতে অর্দ্ধেক গত, চৌটি রোগ শোক অপকথা । চৌটা বিদ্যা ধনে মানে, কাম ক্রোধ দুর্ব্বাসনে, হাস্য কৌতুকে গেল বৃথা ॥ সত্য ত্রেতা দ্বাপরেতে, বহু আয়ু ছিল তাতে, বিনা সংখ্যা পূর্ণ মৃত্যু নাই। কত করি পরিশ্রম, আচরিল যুগধর্ম্ম, ধ্যান যজ্ঞার্চ্চন ভরি আই ॥ এবে কলি অল্প আই, শতেক বৎসর ভাই, সেহ দৃঢ নহে নিরূপণ। তা গোঙালি মিছা কাযে, কি বলিবি কোন লাজে, যবে তোরে সুধাবে শমন ॥ এমন সুলভ কলি, যাতে হরেকৃষ্ণ বলি, হেন নামে ন

করিলি রতি। প্রেমানন্দ কহে পুনি, এ চৌরাশী লক্ষ যোনি, ভ্রমাইবে কতেক দুর্গতি ॥ ৩৪ ॥

ওরে মন কিবা তুমি বিচারি না চাও। কৃষ্ণ ভুলি এই পাপ, তেঁঞি তোর তিনতাপ, নানা যোনি ভ্রমিয়া বেড়াও ॥ তুমি কৃষ্ণ নিত্যদাস, কোথা গেল সে অভ্যাস, ধন জন মদে হৈয়া আধে। বিনা মূলে মায়া পাতি, দাস হয়ে খাও লাথি, শ্রদ্ধায়ে বচন দিয়া কাঁদে ॥ এই মোর সদা ধন্দ, কহ লক্ষকথা মন্দ, কৃষ্ণনাম লইতে আলিস। থাকিতে রসনা তুণ্ড, যাও কেনে নরককুণ্ড, ইহা হৈতে কি আর বলিস ॥ বৃথা তবে নরতনু, শ্রীকৃষ্ণ ভজন বিনু, কে মনে পাথর জিতে চায়। কৃষ্ণ বিনা কোটিযুগ, জীয়েই যা কোন সুখ, সে জীবন পাতরের প্রায় ॥ এবার মানুষ দেহ, আর কি হইবে এহ, ভজ কৃষ্ণ ছাড় অনাচার। দেখ যত লাগা ফাঁদা, কেবল অনর্থ ধাদা, অসময় কালে কেবা কার ॥ প্রেমানন্দ কহে মন, কৃষ্ণকহ অনুক্ষণ, আপনার তত্ত্বে হও দড়। সংসার বাসনা গর্ত্ত, বিট কৃমিময় কত, দেখিয়া শুনিয়া কেন পড় ॥ ৩৫ ॥

এ মন মানুষ হবে কি আর। বদন ভরিয়া, হরিহরি বলি, শোধনা যমের ধার ॥ ভাবিয়া দেখনা, সে হারে আপনা, ইহাতে যে করে পাপ। আপনার দোষে, আপনি পায় সে, জনমেং তাপ ॥ সেই সে চতুর, বাপের ঠাকুর, যে লয় হরির নাম। ইহাতে যাহার, রুচি না জন্মিল, বিধাতা তাহারে বাম ॥ এ বোধ বুঝিবে, নরকে মজাবে, শমন রুষিবে যবে। আখির পলকে, এঠাট ভা

ঙ্কিবে, কি বলি এড়াবে তবে ॥ ভাই বন্ধু জায়া, তনয় ত নয়া, আপনা বলিছ যারে। জাননা মুখেতে, অনল ভেজায়্যা, অগাধ জলেতে ডারে ॥ মুরতি দেখিয়া, ডরে ডরাইয়ে, তিলে না রাখিবে ঘর। কহে প্রেমানন্দ, হরি হরি বল, তা বিনু সকলি পর ॥ ৩৬ ॥

ও মন এমন কেনরে ভাই। দেখনা কি কাযে ভারতভুবনে, তা তোর স্মরণ নাই ॥ উদর তিমিরে নাভিতে বন্ধন, জঠর অনল দহে। ক্রিমিতে বেড়িয়া, কত না কাটিছে, কহ কে রাখিল তাহে ॥ ভূমিতে পড়িয়ে, আপনা ভুলিছ, যখন ধরেছে মায়া। সংসার বাসনা, গলার শৃঙ্খল, চরণ দাঁড়ুকা জায়া ॥ কি সুখে মজিছ, পাছু না গণিছ, তুমি কি বুঝিছ ভাড়ু। এমন জনমে, হরি না ভজিলে, তে তোর কপালে ঝাড়ু ॥ এবার ওবার, আসিছ যে আর, বিচার করিয়া দেখ। বদন ভরিয়া, হরি না বলিলে, তরিতে না পাবে এক ॥ জান না কখন, শমন ফুকারে, কি বলি দাঁড়াবি কাছে। কহে প্রেমানন্দ, হরি বল যদি, কে বল এমন আছে। ৩৭

ওরে মন তিল আধ নাহিক চেতন। রাত্রি দিন শিশ্নোদর, চেষ্টাতে হইলি ভোর, ভুলি রৈলি আলস্য কারণ ॥ পাইয়া মানুষ জন্ম, করহ পশুর কর্ম্ম, বুঝি দেখ আপনার মুল। সে আহার নিদ্রা করে, স্বগণ সহিত চরে, তবে কিসে নহ সমতুল ॥ ধন জন পুর্ব্বজন্ম যেমন করেছ কর্ম্ম, ভাবিলে কি তার বাড়া পাও। দুর্লভ এনর তনু, শ্রীকৃষ্ণ ভজন বিনু, কেন মিছে নিষ্ফলে

গোঙাও ।। শাস্তিকর্ত্তা দণ্ডধর, আসিয়া তাহার চর, চর্ম্ম পাশে বান্ধিবে যখন । মারিবে ডাঙ্গশের বাড়ি, কে তোরে লইবে ছাড়ি, সুখ দুঃখ বুঝিবে তখন ।। শুন মন দুরাচার, কেন কর অনাচার, তোর কর্ম্ম সকলি অসার । শ্রীগুরু চরণে দৃষ্টি, দেখ যার আছে নৈষ্ঠী, সেই মাত্র ধন্যরে দুর্ব্বার ।। কৃষ্ণ যদি মনে করে, ব্রহ্ম-পদ দিতে পারে, হেন কৃষ্ণ ছাড় কি কারণে । দেখ যাঁর শ্রীচরণ, ধ্যানকরে পঞ্চানন, তথাপি প্রত্যয় নাহি মনে ।। ছাড় সব মিছা কাম, মুখে বল হরিনাম, তবে তোর সম কেবা হয় । প্রেমানন্দ কহে মন, কর হেন আচরণ, তবে আর কারে তোর ভয় ।। ৩৮ ।।

৭ ওরে মন দেখনা সকলি ভুল । কি ছার গরব, ধন জন জাতি, কিসেবা চলাও কুল ।। ধন দিয়া বুঝি, যমে কি বাঁচিবে, যমে কি ছাড়িবে তোরে । বড় জাতি হৈলে সে বুঝি ছাড়িবে, কুলে বা রাখিবে কারে ।। সুত সুতা জায়া, বেশ্যা পরদারা, সে ঝুটা খাইলে সাধে । বৈষ্ণব উচ্ছিষ্টে, কুকুড়ী মুকুড়ী, তাহাতে জাতিয়ে বাধে ।। রজনী দিবস, কত কুপচাল, উছলি উছলি বুক । শ্রীকৃষ্ণ বলিতে, না জানি কেহ কি, চাপিয়া ধরে কি মুখ ।। তুমি যে মরিবে, কিসে বা তরিবে, কখন না ভাব ভাই ।। তিলেক পলকে, দণ্ডে শতবার, খসিয়া পড়িছে আই ।। নরক পরক, সে আর কেমন, পরিচয় দিলে হেথা ।। কহে প্রেমানন্দ, হরি না ভজিয়া, যমকে বেচিলে মাথা ।। ৩৯ ।।

ওরে মন বিচারিয়া দেখনা হৃদয়। ধনে জনে যত আর্ত্তি, বাড়ে বই নহে নিবৃত্তি, কৃষ্ণপদে হৈলে কি না হয়॥ যা ভাবিলে হবে নাই, তাই ভেবে কাট আই, ভাবিলে যে পাও তা না কর। লক্ষ কোটি যার ধন, সে কি খায় এক মোন, বুঝি কেনে ধৈরয না ধর॥ খাওয়া পরা ভাল চাও, তাই কি ভাবিলে পাও, পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত সেই পাবে। কার জন চিরস্থায়ী, না গণ আপন আই, কত কাল তুমি বা বাঁচিবে॥ অজ ভব ভাবে যাঁরে, কি মদে পাসর তাঁরে, কৃষ্ণ ভুলি জীয় কোন কাযে। কৃষ্ণ নাম যাতে নাই, সে বদনে পড়ুক ছাই, সে মুখ দেখায় কোন লাজে॥ কৃষ্ণনাম সুধাময়, তাতে তোর রুচি নয় সংসার নরক লাগে মিঠা। নর তনু কেনে তাক, শৃগাল কুক্কুর কাক, সেই ভাল বৃথা কাচ এটা॥ দেখিয়া তোমার কায, মনে হাসে ধর্ম্মরাজ, জান না ভাঙ্গিবে এন ঠাট। প্রেমানন্দ কহে যদি, কৃষ্ণ কহ কার নাহি সংসার তরিবে করি নাট॥ ৪০॥

এ মন আমার কথাটি লও। বদন ভরিয়া, হরি বল যদি, আবার মানুষ হও॥ কেনেবা অসত, সতত ভাবিছ তাহে বা কিসুখ আছে। তিলেকে এসব, কোথায় রহিবে শমন দেখনা পাছে॥ স্বপনে যেমন, সম্পদ পাইলে হৃদয়ে বাড়য়ে ইচ্ছে। দণ্ডেক পলকে, কতেক আমোদ চেতনে সকলি মিছে॥ তেমতি জানিবা, এ ধন এ জন কতেক দিন বা রবে। হাসিতে খেলিতে, দুআঁখি মুদিলে সকলি আন্ধার হবে॥ শুন রে অধম, তো বড়ি নিলাজ

কিছু না বাসহ তিক। দেখনা শমন, হাতেতে দমন, এ তোর শতেক ধিক ॥ এ কলিযুগেতে, মানুষ জনম, আরো কি তোমার ভয়। কহে প্রেমানন্দ, হরি হরি বল শমন করনা জয় ॥ ৪১ ॥

এ মন শমনে করি কি ডর। শমন ভবনে, না হবে গমন, আমি যা বলি তা কর ॥ তীরথ ভ্রমণে, যত পরিশ্রম, দেখনা বিচার করি। কোটি তীর্থ স্নানে, হবে যদি প্রেমে, বদনে বলহ হরি ॥ জপ তপ ধ্যান, করিতে নারিছ, তাহাতে স্থির বা কোথা। সত সঙ্গে বসি, হরি হরি বল, ঘুচিবে সকল বাথা ॥ ধরম করম, কি করিবে তাতে, কত না আপদ আছে। বদন ভরিয়া, হরি বল যদি, কে বলে এমন আছে ॥ দান সাক্ষী রাজ, নৃপ হরিশ্চন্দ্র, কে ওর পাইবে আর। আনন্দ হৃদয়ে, হরি বল ভাই, তা আর শকতি কার ॥ হরি বল যদি, পুলক শরীরে নয়নে বহয়ে ধারা। কহে প্রেমানন্দ, ভুকতি মুকতি, সরিয়া দাঁড়াবে তাঁরা ॥ ৪২ ॥

ওরে মন কেন হেন বুঝ বিপরীত। দণ্ডে পলে আয়ু ক্ষয় তাতে তোর বোধ নয় আইসে দিন ইতে হরষিত ॥ দিন মাসে অব্দে বড় ঐছে জানিয়াছ দৃঢ় ঘাটে যে তা বুঝিতে না পার। নায়ে চড়ি চাহ কূলে, দেখ যেন পৃথ্বী চলে, তুমি যে চলিছ তা না হের ॥ ধন জন আপনার, সে না ভাবিছ সার, সে কি তোর জান না সে কার। তিলেকে কাড়িয়া লয়, যারে ইচ্ছা তারে দেয় নহে তুমি মরিলেও তার ॥ বৃথা অহঙ্কারে মর, বিচা-

রিয়া পুর্ব্বাপর, সাধু জন পথেতে দাঁড়াও। মনুষ্য ছু- র্লভ জন্ম, কেন কর অপকর্ম্ম, করে রত্ন পইয়া ফেলাও ॥ যাবত সামর্থ আছে, জরা না আসিছে কাছে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহ অবিরাম। জরায়ে ভাঙ্গিবে তনু, সর্ব্বেন্দ্রিয় হবে ক্ষীণ, তবে কি স্ফূরিবে কৃষ্ণনাম॥ নহে বা কখনে যাই, কিবা নিরূপণ আই তিলে এক নাহিক বিশ্বাস। প্রেমানন্দ কহে ভাই, কহ কৃষ্ণ ব্যাজ নাই, এ জীবন কেবল-নিঃশ্বাস॥ ৪৩॥

ওরে মন এ গুলি তোমার অনুচিতি। ছাড়িয়া সাধুর পথ কুপথে হইয়া রত কেনে বিড়ম্বনা কর নিতি॥ তোমায় আশ্রয় থাকি তুমি মোরে দেও ফাকি ইহাতে কি জানিছ চতুর। যে সুখে হয়্যাছ রত সে না সুখ দিন কত শেষে দুঃখ আছয়ে প্রচুর॥ অধিকারী ধর্ম্মরাজ যাহার যেমন কায অপমান সম্মান তেমন। কেহ বা নরকে পচে কারে ইন্দ্রপদ যাচে কারে লৌহ মুদ্গরে তাড়ন॥ যাঁর আজ্ঞা শিরে ধরি সে শমন দণ্ডধারী হেন কৃষ্ণ সম্বন্ধ ছাড়িয়া। প্রেমানন্দ কহে মন রৈলে জানি কোন ক্ষণ কালদূতে ধরিবে পাড়িয়া॥ ৪৪॥

এ মন তুমি সে ভরসা মোর। তো যদি আমাকে ডুবাও নরকে এ কোন ধরম তোর॥ যা বলি আমার সকলি তোমার কে শুনে আমার কথা। এতেক ভাবিছি তোরে না পারিছি দাঁড়াতে ধরিয়া কুটা॥ গেল না এ দিন তুমি বা কদিন বসিতে আসিছ এথা। এ না পরিজন পথের মিলন জান না কে যাবে কোথা॥ শমন

ভবন, না হয় গমন, করিতে পারহ তাই। তবে সে ঠাকুর, নহে বা কুকুর, সে যদি বান্ধেরে ভাই॥ যদি বল হরি, তবে যম তরি, ছাড়িয়া অসত কথা। কহে প্রেমানন্দ, না বল গোবিন্দ, শমনে ভাঙ্গিবে মাথা॥ ৪৫।

এ মন এবে সে জানিনু তোমা। রিপুর সহিতে মি-শিয়া ঘুষিয়া, বিপাকে ঠেকালি আমা॥ কে তোর আপন, পর কে তোমার, বিচার করিতে নার। আপন ইচ্ছায়, নরকে যাইতে, আপনে সে পথ কর॥ ছুকর যুড়িয়া, কামের নকর, ক্রোধকে ধরেছ বুকে। লোভের পিছুতে, সদাই ঘুরিছ, মোহেতে মাতিছ সুখে॥ কে সত অসত, কিছু না জানিলি, মদের সহিত দোল। আ-পনা আপানি, কত না গরিমা, দম্ভকে ধরিয়া কোল॥ এ ধন এ জন, আপনা জানিছ, ভাবিছ এমতি যাবে। জান না শমন, চর পাঠাইয়া, বান্ধিয়া লয় বা কবে॥ বদন ভরিয়া, হরি হরি বল, কি সুখে রহিছ ভুলি। কহে প্রেমানন্দ, তে যম তরিবে, হাতে বাজাইয়া তালি॥ ৪৬॥

ওরে মন অহঙ্কারে না জান আপনা। কাচিয়াছ কিবা কাচ, নাচ এবে কোন নাচ, তিলেকে না কর বিবেচনা॥ ভুলিয়া কমল অক্ষ, ভ্রমহ চৌরাশী লক্ষ, নানা ক্লেশ ভুঞ্জ বারে বার। পাইয়া মানুষ দেহ, ভজ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহ, অসতাই না করিহ আর। দেহের ইন্দ্রিয় দশ, সকলি তোমার বশ, সবে কর্ম্ম কররে তোমার॥

তোর পিছে নড়ানড়ি, মোর গলে দিয়া দড়ি, লৈয়া যায় যথা ইচ্ছা যার ॥ এতেক কহিয়া ভাই, যে কর সে আমি দাই, তে লাগি মিনতি করি পায় । জানি কৃষ্ণ নিত্যদাস, কাট কর্ম্মবন্ধ ফাঁস, প্রেমানন্দ তবে সে জুড়ায় ॥ ৪৭ ॥

ওরে মন নিবেদন শুনহ আমার । জন্মিলে মরণ আছে, কালদূত পিছে পিছে, ভুঞ্জাইবে কর্ম্ম অনুসার ॥ যাবত আছয়ে আই, কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহ ভাই, কহি কৃষ্ণ সার আপনাকে । কৃষ্ণ নাম যে বদনে, সে জিতিল ত্রিভুবনে কি ভয় শমন করি তাকে ॥ যদি চিন্ত নিজ হিত, সাধু সঙ্গে কর প্রীত, অসত সঙ্গ না করিহ ক্ষণে । কৃষ্ণ রত্নভবনে গেলে, অস্থি চর্ম্ম খুর মিলে, গজদন্ত মুক্তা সিংহস্থানে ॥ কৃষ্ণ নাম লীলা গুণ, শ্রবণ কীর্ত্তনে মন, অশ্রু কম্প পুলক আনন্দে । সাধু সঙ্গে সদা বসি, বিলাসহ দিবা নিশি তবে বাঞ্ছা পুরে প্রেমানন্দে ॥ ৪৮ ॥

এ মন এ বড়ি লাগয়ে ধন্দ । অসত পচাল, কত না আরতি, হরিনামে রুচি মন্দ ॥ বেপার বাণিজ্য, করিছ করিবা, দিবস রজনী কও । তিলেকে পলকে, শ্রীহরি বলিতে, তাহে কি যাতনা পাও ॥ ভোজন সারিয়া, আলিস করহ, তখন কি কায আছে । পড়িয়া২, তাহাই জপনা, জানন। কি হবে পিছে ॥ হাঁচড়ি পাঁচড়ি, মুটরি করিছ, শমন গণিছে তাই । চলিতে ফিরিতে, কখন পাছাড়ে, তখন খাবে কি ছাই ॥ দেখিয়া শুনিয়া তবু না বুঝিলি, কি মদে হইলি ভোর । এ মোর ও মোর

এ ভান করিছ, মরণ আছে নি তোর ॥ বদন ভরিয়া, হরি না বলিলি, শমন তরিবে কিসে। কহে প্রেমানন্দ, এ দোষ কাহার, ডুবিলি আপন দোষে ॥ ৪৯ ॥

এ মন এই কি তোমার কোট। অসতে ধাইবি, সত না ছুইবি, এ তোর বিষম হট ॥ কতনা কুবোল, মিছা গণ্ডগোল, করিছ গায়ের জোরে। তবুত কখন, ভরিয়া বদন, হরি না বলিলি ওরে ॥ কি সুখে ভুলিছ, কাতেবা মজিছ, তুমি কি বুঝিছ ছাই। যে কায করিছ, আপনা হারিছ, বিফলে কাটিছ আই ॥ জানিছ এখন, আমি এক জন, শরীর দেখিছ বড়। জাননা কখন, ছাড়িবে পবন, কবেবা চিতায় চড় ॥ যাদের সুখেতে, আপন বুকেকে, পাতর ঠেলেছ হেলে। তারা বা কেমন, ধরিলে শমন, বাহিরে টানিয়া ফেলে ॥ তখন কি ঘরে, রাখিতে না পারে, তাহে না সোহাগ বড়। কহে প্রেমানন্দ, না বল গোবিন্দ, নরকে মজিবে দঢ় ॥ ৫০ ॥

ওরে মন কেন হেন এবড় আশ্চর্য্য। বণিজ্য করিতে আলি হারাইলি জুয়া খেলি, কি করিতে কিবা কর কার্য্য যে চিন্তা পরম ধন, তাতে তোর অযতন, যাহা হৈতে তরিয়ে সংসার। তাতে কৃষ্ণ কৃষ্ণপ্রেম, পাইয়া অমূল্য হেম, হেন চিন্ত কদর্য্য মাঝার ॥ পূর্ব্বে মুনিগণ যত, বৃষ্টি বা আতপ কত, সহি ক্ষুধা তৃষ্ণা গ্রীষ্ম শীত। চিন্তা দিয়া কৃষ্ণপদে, পাইয়াছে নিরাপদে, সেই কর কিন্ত বিপরীত দেখ কত বৃষ্টি বাতে, গ্রীষ্ম কি আতপ শীতে, কত না করিছ পরিশ্রম। স্ত্রী পুত্র সংসার লাগি, চিন্ত সদা যেন

যোগী, বুঝ ভাই একি নহে ভ্রম ॥ সেই চিন্তা কর ক্ষয়, যাহাতে নরক হয়, কত আর পাবে যমদণ্ড। যার লাগি এদুর্গতি, সে বা কোথা তুমি কতি, আপনি ভাঙ্গ আপনার মুণ্ড ॥ প্রেমানন্দ কহে মন, শুন এই নিবেদন চিন্ত কৃষ্ণচরণ সুসত্য। অসার সংসার সার, যদি কৃষ্ণে রতি যার, কৃষ্ণ বিনু সকলি অনিত্য ॥ ৫১ ॥

ওরে মন ভাবিয়া না বুঝ আপনাকে। যার লাগি দুঃখ কর, স্বদেশে বিদেশে ফির, সে জন কি সুখ দিবে তোকে ॥ যাবৎ সামর্থ আছে, তাবৎ তোমার কাছে২ যাবৎ আনিয়া দেহ অর্থ। যখন সে গন্ধ নাই, ডাকিলে না শুনে ভাই, না পুছে দেখিলে অসমর্থ ॥ অবস্থা দেখিয়া হাসে, ভালকথা মন্দবাসে, বাঁকামুখে ও নাক তোলাই ॥ ক্ষুধায় না দেয় ভাত, তাতে আর কটুবাত, কহে একি হইল বালাই ॥ দিনে২ খাট রতি, কিসে আর পিতা পতি পরিজনে না কর বড়াই। যেবা আগে যোড়হাতে, তারা শুনায় নির্ঘাতে, এ সময়ে বন্ধু কেরে ভাই ॥ পরকে আপন করি, ভেবে মলি জন্মভরি, কে তুমি তোমার এতে কেবা। প্রেমানন্দ কহে মতি, কৃষ্ণ বিনা নাহি গতি, কহ কৃষ্ণ এদুঃখ তরিবা ॥ ৫২ ॥

এ মন তোমার কপালে ঝাঁটা। কহ না কি বুঝি আপন পথেতে, আপনি দিয়াছ কাঁটা ॥ শ্রীকৃষ্ণ ভজিতে, সংসারে আইলি, ভুলিয়া রহিলি তাই। কাদের লইয়া, নটর পটর, দেখ না কদিন আই ॥ আপন বলিয়া, যা তুমি জানিছ, সে তোর আপন কবে। সুখের

সময়, সকলি আপন, বিপদে কেহ না হবে ॥ স্ত্রী পুত্র বান্ধব, সেতো বহু দূর, দেহেতে বৈসয়ে যারা । দেহ ছাড়ি আগে, ইন্দ্রিয় পলাবে, তা হৈতে আপন কারা ॥ শমন আইলে, কারে না পাইবে, তোমায় আমায় জড়ি আটিয়া সাঁটিয়া, বান্ধিয়া লইবে, এ দেহ রহিবে পড়ি ॥ বুঝিয়া সুজিয়া, এখন বদনে, হরি হরি বল ভাই । কহে প্রেমানন্দ, শমন তরিতে, কিছুই ভাবনা নাই ॥ ৫৩ ॥

এ মন আরো বা আপন কারা । দেখনা দেহেতে যতেক ইন্দ্রিয়, আপনা হয়নি তারা ॥ যে সব তোমার অনুচর হৈয়া, যা কর করয়ে তাই । বিপদ সময়ে,কারে না পাইবে, সরিয়ে দাঁড়াবে ভাই ॥ যে কর সে কর, কর না এখন, কে তোর আছয়ে ছাড়া । শমন বান্ধিয়া যখন সুধাবে, সাক্ষী দিয়া হবে খাড়া ॥ যেতনু তোমার আপন জানিয়া, গরবে না পাও ঠাই । জান না কখন, সে তনু ছাড়িলে, পুড়ি না করিবে ছাই ॥ পরের সহিতে এতেক আরতি, কখন যে তোর নয় । কে তুমি কাহার, বিচার করিয়া, আপনা চিনিতে হয় ॥ এমন জনমে,হরি না বলিলি, ফেরে না পড়িলি ভাই । কহে প্রেমানন্দ, আবার চৌরাশী, কবে বা ফিরিতে যাই ॥ ৫৪ ॥

ওরে মন কার হৈয়া কহিছ কাহার । জন্মিয়া ভারত ভূমে, তবু না ভাঙ্গিল ঘুমে, জন্মিতেই গর্ভে পুনর্ব্বার গর্ভে বিষ্ঠা কৃমিময়, জঠরাগ্নি জ্বালাচয়, নাড়িতে বন্ধন হস্ত পদ । নড়িতে না ছিল শক্তি, মোর তোর তবু আর্ত্তি তা হইতে তরিলে এপ্রমাদ ॥ যে কহিয়াছিলে ভাই, এবে

তার কিছু নাই, মায়ারে গিলিছে আরবার । সংসার বাসনা বিট, বেটি স্ত্রী পুত্রাদি কীট, দেখনা কাটিছে অনিবার ॥ দুর্ব্বাসনা নাড়ীবন্ধ, অজ্ঞান তমঃ সে অন্ধ, জঞ্জাল দহন অতিশয় । কেনে দগ্ধ কর ইথে, মায়ের উ-দর হৈতে, বাহির হৈতে ভাবনা উপায় ॥ জননী উদর হৈতে, রক্ষা করি পৃথিবীতে, যে এনেছে চিন্ত সে গো বিন্দ । কৃষ্ণ কহ অবিরত, মায়া হৈতে হবে মুক্ত, আপ-নি ঘুচিবে কর্ম্মবন্ধ ॥ মাতৃগর্ভে ছিল স্মৃতি, তাহে পালি অব্যাহতি, এবে কেন ভুলরে পামর । প্রেমানন্দ কহে মতি, করিয়া শ্রীকৃষ্ণ স্মৃতি, মায়া হৈতে হওরে অন্তর ॥ ৫৫ ॥

ওরে মন বিচারিয়া দেখনারে ভাই । যদি কর অন্য কাম, মুখে লইতে কৃষ্ণ নাম, তাতে কেবা দিয়াছে দোহাই ॥ মুখ জিহ্বা আপনার, সে কি করা লাগে ধার তবে কর অপেক্ষা কাহার । বাক্যবশ কৃষ্ণনাম, থাকিতে নরক ধাম, চল তবে অদ্ভুত কি আর ॥ যদি মুখে কোন ছলে, কখন না কৃষ্ণ বলে, হেন মুখ শ্বানমুখপ্রায় রাত্রি দিনে ভুকে মরে, উচ্ছিষ্ট চর্ব্বণ করে, কি লাগি সে বৃথা ধরে কায় ॥ যে মুখেতে অবিরাম, উচ্চারয়ে কৃষ্ণনাম, সে না মুখ চন্দ্রের সমান । দেখিতে শীতল করে, কৃষ্ণ নামামৃত ঝরে, সাধুনেত্র চকোরের প্রাণ ॥ কভু যে বদন ভরি, না বলিলি কৃষ্ণ হরি, যম থোবে নরকের কুণ্ডে । মারিবে ডাঙ্গশের বাড়ি, কৃমিতে খাইবে বেড়ি, বিষ্ঠায় পূরিবে সেই তুণ্ডে ॥ প্রেমানন্দ কহে মন

এই মোর নিবেদন, কাতর হইয়া বলি অতি। কেনে বৃথা কর্ম্মে মত্ত, কৃষ্ণ কহ অবিরত, এড়াইবে শমন দুর্গতি ॥

এ মন নিতান্ত জানিহ ভাই। হরি না জানিয়া, লাক জান যদি, সে জানা কেবল ছাই ॥ হরিনাম সুধা। জিহ্বায় না পিয়ে, কি রস চাকিছ আর। চিনি কলা ক্ষীর, মিছারিতে বিষ, দেখনা কি ফল তার ॥ হরিনাম মণি, হৃদে না ধরিয়া, কি ভূষা ভূষিছ গায়। সোনায়ে রূপায়ে, জড়িয়া থাকিলে, যমে কি ছাড়িবে তায় ॥ ঘোড়ায়ে দোলায়ে, চড়িয়া ফিরিছ, ধূলা না পরশে পায়। জাননা পবন, ছাড়িবে যখন, ভূমি না লোটাবে কায় ॥ বাহিরে বারাইতে, ডরে ডরাইছ, দোসর তেসর চাও। শমন নগরে, যখন চলিবা, তখন কজন পাও ॥ ভুলায়ে ভুলিয়া, কুপথে ধাইছ, উদ্দেশ না পাও তবে। কহে প্রেমানন্দ, তখন জানিবে, শমন বান্ধিবে যবে ॥

এ মন দেখনা সকলি ভুল। কি ছার গরব, ধন জন জাতি, কিসে বা চলাও কুল ॥ ধন দিয়া বুঝি, যমকে বাঁচিবে, জনে কি হাকাবে তারে। বড় জাতি হৈলে, সে বুঝি ছাড়িবে, কুলে বা রাখিবে কারে ॥ সুত সুতা জায়া, বেশ্যা পরদারা, সে ঝুটা খাইছ সাধে। বৈষ্ণব উচ্ছিষ্ট, কুকুড়ি মুকুড়ি, তখনি জাতিয়া বাধে ॥ তুমি যে মরিবা, কিসে বা তরিবা, কখন ভাবনি তাই। হাসিতে খেলিতে, তিলেক পলকে, খসি না পড়িছে আই ॥ দিবস রজনী, কত কুপচাল, উছলি উছলি বুক। শ্রীকৃষ্ণ বলিতে, কে জানে কেহ কি, চাপিয়া ধরয়ে মুখ ॥ নরক

পরক, সে আর কেমন, পরিচয় দিলে হেথা। কহে প্রেমা নন্দ, হরি না বলিলি, যমকে বেচিলে মাথা ॥ ৫৮ ॥

ওরে মন কত বা ভাঁড়াবে আর নিতি। এ আম ও আম নাড়ি, দিবস না দেয় পাড়ি, ঘুমেতে পড়িয়া কাট রাতি ॥ আজি কালি করি আর, পক্ষ যে করিছ পার, এ পক্ষে ও পক্ষ করি মাস। এ মাস ও মাস বলি, অয়ন ফেলিলি ঠেলি, অয়নে অয়নে যায় মাস ॥ এবর্ষ ও বর্ষ করি, কাটিছ জনম ভরি, কবে তোর ঘুচিবে জঞ্জাল। কবে অবসর হবে, তবে কৃষ্ণনাম লবে, যবে আসি দাড়াইবে কাল ॥ কফেতে করিবে বল, বাতিক হইবে কাল, পিত্ত কোথা রহিবে লুকাই। কণ্ঠ হবে অবরোধ কোথায় থাকিবে বোধ, কৃষ্ণ নাম লবে কেরে ভাই ॥ এখন অভ্যাস কর, কৃষ্ণ২ সদা স্ফূর, জিহ্বাকে করিয়া লও বশ। আপনি নাচিবে তুণ্ড, ঘুচিবে যমের দণ্ড, নহে কেনে শরীর অবশ ॥ প্রেমানন্দ কহে এই, মরিলে না মরে সেই, কৃষ্ণ২ সদা যার মুখে। কোথা তার কর্ম্মবন্ধ প্রেমে মত্ত সদানন্দ, গতায়াত মাত্র নিজ সুখে ॥ ৫৯ ॥

ওরে মন স্বর্গ বা নরক বুঝ কোথা। যে যেমন কর্ম্ম-করে, তেমনি ভুঞ্জায় তারে, ভাবিয়া দেখিলে সব হেথা কেহ ঘোড়ায় দোলায় ফেরে, কেহ স্কন্ধে বহে কারে, ছত্র ধরি কেহ চলে পথে। কেহ কর্ম্ম অনুসারে, জন্ম ভরি কারাগারে, কার বিষ্ঠা বহে কেহ মাথে ॥ শতসহস্রাযুত লক্ষ, কেহ পালে দিয়া ভক্ষ, উদর ভরিতে কেহ নারে। এখানে দেখিছ যেবা, পরে যা তা জানে কেবা, বিধাতার

মনে সে বিচারে ॥ দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ, প্রেত কি পিশাচ দৈত্য, স্বভাবে সকল পরচার। যাহার যেমন মত, সেই কর্ম্মে অনুরত, সেইমত ভক্ষ্য সে আচার ॥ কৃষ্ণপারিষদ ভক্ত, কৃষ্ণকর্ম্মে সদা রত, কভু লিপ্ত নহে সে সংসারে। সে রহে মায়ার পার, তাতে কার অধিকার, নিত্যসঙ্গ নিত্য পরিবারে ॥ কৃষ্ণলীলা গুণ নাম, রাত্রি দিনে অবিরাম, শ্রবণ কীর্ত্তন সদানন্দ। প্রেমানন্দ কহে মতি, হয়ে তাঁর অনুগতি, কৃষ্ণ কহি ছিণ্ড কর্ম্মবন্ধ ॥ ৬০ ॥

এ মন বলরে গোবিন্দ নাম। আজি কালি করি কি আর ভেবেছ, কবে তোর ঘুচিবেক কাম ॥ কালি কি করিবা তুমি যে বলিছ আজ তা করনা ভাই। আজি বা করিবা, তা কর এখনি, কি জানি কখন যাই ॥ এ হেন কলিতে, মানুষ জনম, এমন আরবা কাতে। হরিনাম দিয়া, জগত তারিলা, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যাতে ॥ সে তিন যুগের, আচার বিচার, এখন সে সব রাখ। বদন ভরিয়া, গৌরহরি বল, যুগের ধরম দেখ ॥ রসনা বদন বশের ভিতরে, কেবল বলিলে হয়। আলিস করিয়া নরকে যাইতে, কার বা এ অপচয় ॥ শমন কিঙ্কর, অঙ্গুল গণিছে, জাননা কখন পাড়ে। কহে প্রেমানন্দ, তখন কি হবে, আসিয়া চড়িলে ঘাড়ে ॥ ৬১ ॥

এ মন এহো না ঘুচিল ভুল। কে তুমি কি কর, আপন না জানি, রহিলা ভবের কূল ॥ মায়াতে ভুলিয়া কুপথে ধাইছ, সুপথে চলিতে নার। চক্ষে আন্ধি যেন কলুর বলদ, তেমতি ঘুরিয়া মর ॥ ভারত ভুমেতে, মা

নুষ জনম, কত না সাধনে পালি। শমন আসিয়া,এবার বান্ধিতে, এ তোর শতেক গালি ॥ সব যুগ হৈতে, দেখ মা কলির, মহতো গুণের পার। হেলায়ে শ্রদ্ধায়ে,হরি বল যদি, যমের কি অধিকার ॥ পূরবে শমন, কহিয়া দিয়াছে, আপন দূতের ঠাই। হরি যে বোলয়ে, প্রণাম করিয়ে, সে দিগ ছাড়িবে ভাই ॥ ওরে দুরাচার, এ হেন নামেতে, কেনে না করিলি রতি। কহে প্রেমানন্দ, হায় কি করম, কি হবে তোমার গতি ॥ ৬২ ॥

ওরে মন এবে তোর এ কেমন রীত। যে কার্য্যে আইলি এথা, সে সব রহিল কোথা, এবে যে দেখিয়ে বিপরীত ॥ কৃষ্ণকর্ম্ম লাগি কর, তাহে কেন বর্ব্বর, সে করে পরের বিত্ত হর। সে অবশ নহে কেনে, কি মুসার বহু দানে, তাহে আর কর বা না কর ॥ মুখে করে কেশ, তাহে যদি সাধুদ্বেষ, তবে বক্তৃ মূক কেনে নয়। অগ্নি দিয়া হেন মুখ, পোড়ালে না ঘুচে দুঃখ, তাহে কৃষ্ণ কহ বা না কও ॥ ভ্রমিবে কৃষ্ণের তীর্থ, পদের না এহি কৃত্য, তাহে যদি পরদারে চল। কি কায পদের এহ, পঙ্গু কেনে নহে সেহ, তবে তীর্থে গেল বা না গেল ॥ কৃষ্ণলীলা গুণকথা, কর্ণেতে শুনিবে যথা, তাহে যদি কুক থায় ভোর। যদি আর সাধুনিন্দে, শুনিয়া বাঢয়ে শ্রদ্ধা, সে কান বধির হউ তোর ॥ গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণবমূর্ত্তি, দেখিবে করিয়া আর্ত্তি, সে যদি ঘুচাও পরদারে। অসন্তোষ সাধু দেখি, কেনে বিধি হেন আখি, আশু অন্ধ না করে তাহারে ॥ তুমি কৃষ্ণস্মৃতি কাযে, জন্মিলা সংসার মাঝে,

তাহা ছাড়ি ধনে জনে আশ। তবে জীয়ে কিবা কায, পড়ুক তোর মুণ্ডে বাজ, কেনে আর নহে সর্ব্বনাশ॥ প্রেমানন্দ কহে মন, কহ কৃষ্ণ অনুক্ষণ, কেনে ভুল আপনার প্রভু। কৃষ্ণ২ কৃষ্ণ বল, সদাই আনন্দে দোল, তিন লোকে দুঃখ নহে কভু॥ ৬৩॥

ওরে মন কৃষ্ণকৃপা দেখ না নয়নে। তুমি কৃষ্ণ চিন্তা ছাড়ি,মর যে নরকে পড়ি,তেঁহ চিন্তে তোমার কারণে॥ গুরুরূপে ঘরে ঘরে, মন্ত্র দিয়া সদা ফিরে, বৈষ্ণব রূপেতে দেয় শিক্ষা। শাস্ত্ররূপে দেয় জ্ঞান, আত্মারূপে অধিষ্ঠান দেখ তাঁর কাহাকে উপেক্ষা॥ যুগে২ অবতরী, ধর্ম্মের স্থাপন করি, দুষ্কৃতির করেন সংহার। তিনি এমমতা করে, কি সুখে ভুলিছ তাঁরে, ধিক ধিক জনম তোমার॥ শুনরে পামর মন, বৃথা চিন্ত ধন জন, ইহা কি চিন্তিলে পাই কভু। তুমি চিন্ত নিজোদরে, তাঁর চিন্তা জগতেরে, যাঁর সৃষ্টি রাখিবে সে প্রভু॥ আপনার অংশে ধরা, পৃষ্ঠে ধরি সহে ভারা, মূলদ্বারে সিঞ্চে সিন্ধুজলে। কালো চিত ফল ফুল, কারো দণ্ড কারো মূল, শষ্যাদি জন্মায়্যা সৃষ্টি পালে॥ সাধে লৈয়া মায়াবন্ধ, কেনে ঘুচাও সে সম্বন্ধ, সে কৃষ্ণ করুণা এত রূপে। প্রেমানন্দ কহে সুখে কৃষ্ণ২ কহ মুখে, উদ্ধার পাইবে ভবকূপে॥ ৬৪॥

এ মন এ বড় লাগায়ে ভ্রম। স্ত্রী ঠাঞি হারিলি, আপনা সঁপিলি, ইথে কি জিনিবে যম॥ অসতে ভুলিয়া, সত না চিনিলি; অসার জানিলি সার। যাইতে নরকে, ভাবনা পরকে, তা কৈলি গলার হার॥ দেখনা কতেক

শতেক শতেক, মরিয়া হইছে মাটী। কি তোর সাহস, বুঝি না বুঝিস, তিলেকে তিলেকে ভাটি। তুমি কি অমর, শুনরে পামর, শমন তোমার সাথে। কখন আছাড়ে, ভূমিতে পাছাড়ে, কি বলি এড়াবি তাথে॥ বদন ভরিয়া, হরি না বলিশি, কু কথা কহিছ যত। সাঁড়াশি আনিয়া, রসনা টানিয়া, পুড়িয়া পুড়িবে তত॥ এ ভয় তরিবে, আপনা সারিবে, হরি হরি বল ভাই। কহে প্রেমানন্দ, বুঝিয়া বুঝিয়া, এ ভব তরিয়া যাই॥ ৬৫॥

এ মন এ মোর আইসে হাস। কোঁচের কড়িতে, যাহারে কিনিল, সে তোরে করিল দাস॥ গলে দড়ি দিয়া, সদা নাচাইছে, সুখ না বাসিছ তাতে। যেন বানরিয়া, বানর নাচায়, তালী বাজাইয়া হাতে॥ আপনার সুখে, আদর বাঢ়য়ে, উত্তম কাষেতে বাধা। দিবস রজনী, যেন খাটাইছে, ধোপার ঘরের গাধা॥ কি সুখে মজিয়া, আপনা বেচিলি, পাছু না দেখিলি চাই। স্বরগে উঠিয়া, নরক ইচ্ছিছ, বুঝিয়া দেখনা ভাই॥ সভার উপরে, মানুষ জনম এ যদি বিফলে যায়। কু-যোনি যতেক, ভ্রমিয়া বেড়াবে আর কি সে কূল পায়॥ ঘরে ঘরে ওরে, নগরে নগরে, রবির-সুতের থানা। কহে প্রেমানন্দ, হরি হরি বল কখন দেয় বা হানা॥ ৬৬॥

ওরে মন কি গুমান তনু নায় চড়ি। কোন সুখে ভুলি য়াছ, বিচারিয়া দেখ পিছ, ভবসিন্ধু দিতে হবে পাড়ি॥ দেখ না মায়ার পাক, নৌকা যেন ফিরে চাক, ইহা কি বুঝিতে নার ভাই। দুর্ব্বাসনা কু-বাতাসে, এ ঢেউ আ-

কাশ স্পর্শে, ধন জন যার ক্ষমা নাই॥ কামাদি এ মাত্ত য়াল, তারে কৈলি কেরয়াল, পাকাইয়া ফিরাইছে তরি। যে বেটা কুবুদ্ধি পাজি, তারে করিয়াছ মাজী, নি জানি কখন ডুবি মরি॥ ভব তরিবারে চাও, সুবুদ্ধি কাণ্ডারী লও, দশেন্দ্রিয় কেরয়াল করি। কৃষ্ণ গুণ গাঞা সারী, বাইছ দিয়ে দেরে পাড়ি, মধ্যেং বলি হরিং॥ জীর্ণ না হইতে নাও, আগুতেই পাড়ি দেও, পার হৈয়া কর ঠাকুরাল। আগে না হইলে পার, পিছে কে করিবে আর, নৌকা বা থাকিবে কতকাল॥ বঙ্গ দূর পারাবার বিলম্ব না কর আর, দাড়ী মাজী হইবে দুর্ব্বল। প্রেমা-নন্দ কহে মন, তবে কিবা প্রয়োজন, যদি নৌকা ঘাটে হয় তল॥ ৬৭॥

ওরে মন এতনু পত্তনে আছ রঙ্গে। শমন দমন কর্ত্তা, না জান তাহার বার্ত্তা, তিলেকে ভাঙ্গিবে এনা ঢঙ্গে॥ কুবুদ্ধি মাতোয়াল সনে, কুযুক্তি যে রাত্রি দিনে, কুসঙ্গে হইয়া মাতয়াল। কামাদি এবাটপাড়, তার সঙ্গে করি গড, ডাকা চুরি কর সর্ব্বকাল॥ অধিকারী যমরাজ, না সহে অকর্ম্ম কায, সাবধান না হৈলি তাহাতে। আসিয়া বান্ধিবে চর, দেখ তার রাজ্যে ঘর, কে তোরে রাখিবে আর তাতে॥ যতেক ইন্দ্রিয়গণ, লৈয়া এই পরিজন, সৎসঙ্গে ঘুচাও অনাচারে। কৃষ্ণভক্তি ধন দিয়া, পারি তোষ মায়া জায়া, সুবুদ্ধি তনয় আনি ঘরে। পরমাত্মা রূপ হরি, ত্রিভুবন অধিকারী, শরণ লইয়া তাঁর পায়। আত্ম বেচি হও দাস, এবাড়ী করহ খাস, তবে সে এড়াই

যমদায় ॥ কৃষ্ণনামে ধর পাট্টা, কি করিবে কোন বেটা, কৃষ্ণ২ বলি দে দোহাই। কহে শুন প্রেমানন্দ, এই ঘরে সদানন্দ, কর আর কার ভয় নাই ॥ ৬৯ ॥

এ মন তুমি সে কেবল ভূত। কুসঙ্গ শ্মশানে,সতত বসিছ, পাইয়া পরমযুত ॥ মল মূত্র যত, অসত পচাল, এ তোর ভক্ষণ সুখে। রাম কৃষ্ণ হরি, গোপাল গোবিন্দ বলিতে নারিছ মুখে ॥ যে কর তোমার, গোবিন্দ পূজনে তীরথ ভ্রমিবে পায়। সে দুই রাখিলে, চুরিয়ে দারিয়ে, তবে কি উলটা নয় ॥ যত না করিছ, সাধুর হেলন, সে তোর আনল মুখে। দেখ না তাহাতে, আপনি দহিছে, এমতি গোঙাবি দুঃখে ॥ কৃষ্ণের বসতি, সাধুর হৃদয়ে, সুখের বিশ্রাম ভূমি। এখন দুর্দ্দৈব, তাঁহার পরশ, করিতে নারিছ তুমি ॥ শ্রীহরিচরণ, করহ শরণ,গয়া গঙ্গা সব তাতে। কহে প্রেমানন্দ, তবে সে উদ্ধার, নহিলে বা হবে কাতে ॥ ৬৯ ॥

এ মন কি সুখে যাইছ নিদ। শমন কিঙ্কর, সে চোর আসিয়া, কবে বা কাটয়ে সিদ ॥ দিনে দিনে ঘর, আউল ঝাউল, খসিছে দশন টাটি। ছাউনি বন্ধন, নসর পসর, হালিয়া পড়িছে কাঁঠি ॥ দেখ না যে তোর, পালিত ইন্দ্রিয়, অলপে অলপে সরে। যখন আসিয়া, চোরসান্ধাইবে, কেহ না থাকিবে ঘরে ॥ কামাদি রিপুকে,আপনা জানিয়া, তাদের উরুতে মাথা। ঘরের সম্পদ, যে করে বাহির, চোরের সহিতে নাতা ॥ মায়ায়ে ভুলিয়া, যে তোর অঙ্গনে, কুহর আন্ধার রাতি। সব পরিজনে,ডাকি য়া জাগনা, সজ্ঞান জ্বালায়্যা বাতি ॥ সাধুর সহিতে,

হরিকথা কহি, রজনী করনা ভোর। কহে প্রেমানন্দ, তে ভয় কাহার, জাগিল ঘরে কি চোর ॥ ৭০ ॥

এ মন আর কি বলিব তোরে। মানুষ দুর্লভ, জনম পাইয়া, এবার ভাঁড়ালি মোরে ॥ এতনু গৃহের, তুমি সে গৃহস্থ, সকল তোমার মত। আশা লজ্জা দুই, তোমার গৃহিণী, আশাতে হইলি রত ॥ কামাদি করিয়া, তাহাতে জন্মিল, আশার নন্দন ছটি। লালিয়া পালিয়া, তাদেক বাঢালি, যমকে যাইতে ভাটি ॥ বিবেক বলিয়া, লজ্জার কুমার, কভু না বসালি কোরে। যাহার প্রসাদে, শমন তরিবে, তাহারে খেদালি দূরে ॥ বিদ্যা নামে আর, লজ্জার দুহিতা, যতন না কৈলি তায়। অবিদ্যা বলিয়া, আশার জননী, বিকালি তাহার পায় ॥ আশা আশাসুত, অবিদ্যা ঘুচায়ে, শ্রীহরি স্মরণ কর। কহে প্রেমানন্দ, বিবেক ভাবিয়া, এখন সামাল ঘর ॥ ৭১ ॥

এ মন কি কৈলি মানুষ হয়ে। উদর লাগিয়া, কুকুর সমান, সদত ফিরিলি ধেয়ে ॥ সুখে বা দুঃখে বা, নিজ পরিজন, তা তোর এড়ান নাই। শ্রীগুরু বৈষ্ণব, গোবিন্দ সেবন, কেবল বঞ্চিত তাই ॥ পুরব জনমে, যেমন করেছ ভাবিয়া দেখহ তবে। কি জানি কি পুণ্যে, মানুষ হয়েছ, এবার তাহা না হবে ॥ দিলে সে পাইবা, পাইলে সে দিবা, না পালি না দিলি ভাই। দিতে না পারিলি, নিতে কি আলিস, ইহাও শকতি নাই ॥ দেওয়া লওয়া দুই, কিছু না করিলি, তে কেনে আইলি ভবে। বসিয়া খাইতে ইহা যে ঘুচিবে, আবার চৌরাশী হবে ॥ লহ লহ হরি,

নাম লওরে ভাই, সকল ধনের খনি । কহে প্রেমানন্দ, জগতে অক্ষয়, হওনা এ ধনে ধনী ॥ ৭২ ॥

ওরে মন যে তনু রাজ্যের তুমি রাজা । যতেক ইন্দ্রিয় গণ, সে সব প্রধান জন, পালিতে উচিত হয় প্রজা ॥ সুবুদ্ধি কুবুদ্ধি মাত্র,এ তোমার দুই পাত্র, রাজ্যবা সঁপিলি কার তরে । কুবুদ্ধি করিয়া লুট, রাজ্য না করিল ভুট, অসত বই সত না আচরে ॥ কামাদি কদর্য্য যত, তারে পীড়ে অবিরত, দমন করিতে নার তারে । কুবুদ্ধির সঙ্গে মিলি, দিয়া তারা করতালি, ডাকা চুরি করে ঘরে ঘরে ॥ রাজমন্ত্রী করে পাপ, রাজা প্রজা পায় তাপ, রাজ্য তার হয় ছারখার । তুমি হও অধিকারী, তবো-পর কেবল ভারি, যে যেমন কর প্রতিকার ॥ যদি মোর কথা লও, সুবুদ্ধির পানে চাও, প্রজাগণ সঁপ তার হাতে পালন করিবে সুখে, এড়াইবে সব দুঃখে, ধর্ম্মের প্রভাব হবে যাতে ॥ যে প্রভু তোমার রাজা, করহ তাঁহারপুজা, পরমাত্মা রূপে সে গোবিন্দ । প্রেমানন্দ কহে মন, কৃষ্ণ কর্ম্ম অনুক্ষণ, প্রজা লয়ে করহ আনন্দ ॥ ৭৩ ॥

ওরে মন তুমি বা কেমন মালাকার । নিরন্তর বৈস ঘায়, অবধান নাহি তায়, এতনু আরামে কি সুসার ॥ রোপি ভক্তি পুষ্পশ্রেণী, শ্রবণ কীর্ত্তন পাণি, সিঞ্চিতে আলিস কর তায় ॥ সংসার বাসনা সূর্য্য,তার কি প্রতাপ ধৈর্য্য, দেখ তরু সে তাপে শুকায় ॥ যতেক ইন্দ্রিয়গণ, সব তোর পরিজন, নিযুক্ত করহ সব তাতে । রাত্রি দিনে অবিরাম,কর সবে এই কাম, সিঞ্চিয়া বাড়াও ভালপাতে সাধুসঙ্গ ঘেরা করি,সজ্ঞান প্রহরী ধরি, সাবধানে থাকিয়া

তাহায়। কাম ক্রোধ আদি ছাগ, খেদাড়িয়া দিবে তাক জালি শাখা পল্লব চাবায় ।। পুষ্প হবে বিকশিত, দিগ হবে সুবাসিত, সন্তোষে লইয়া পরিজন। অঞ্জলি অঞ্জলি ভরি,পরমাত্মা রূপে হরি,তাঁর পদে কর সমর্পণ ।। প্রেমা নন্দ কহে মন, কৃষ্ণপূজ অনুক্ষণ, লোভের সূতায় গাঁথ মালা। কৃষ্ণে দিয়া এ উদ্যান, চাহি লেরে প্রেমধন, আপনি ঘুচিবে সব জালা ।। ৭৪ ।।

এ মন তুমি কি ভেবেছ সুখ। সুপথ ছাড়িয়া, কুপথে গমন, এ তোর কেমন বুক ।। স্থাবর যোনিতে, ক্রমে যে জনম, হইয়া বিংশতি লক্ষ। জলজন্তু মাঝে, নব লক্ষ তারে, জলেই বসতি ভক্ষ ।। একাদশ লক্ষ, কৃমিতে জনম দশলক্ষ যোনি পক্ষ। পশুর মাঝারে, ক্রমে তেত্রিশলক্ষ মানব চতুর লক্ষ ।। মানুষে আসিয়া, কুৎসিত দ্বিলক্ষ, শূদ্রাদি দ্বিশত বার। ব্রাহ্মণ কুলেতে, পরে একবার, তামস নাহিক আর ।। কতেক কলপ, ভ্রমিয়া মানুষ, এমন জনমে পাপ। শমনে বান্ধিয়া, পুনঃ না ফেলাবে আবার তোকেরে বাপ ।। বদন ভরিয়া, হরি হরি বল, অসত্ত ভাবনা ছাড়। কহে প্রেমানন্দ, তবে সে চতুর, যদি এ যাতনা এড় ।। ৭৫ ।।

ওরে ভাই কৃষ্ণ সে এ তিন লোক বন্ধু। জীব নিজ কর্ম্মে বন্ধ, মায়াতে পড়িয়া অন্ধ, উদ্ধারিতে করুণার সিন্ধু ।। নিজ শক্তি গুণগণ, সব নামে সমর্পণ, ন্যূনাধিক্য নাহিক বিচার। সদাই হৃদয়ে এই, যে নাম ইচ্ছায় লয় যার হয় যে বর্ণ উচ্চার ।। নাহি কালাকাল তার, শুচি কি অশুচি আর, নাম লৈতে নিষেধ না ইতে। কি মোর

দুর্দ্দৈব হায়, হেন যে দয়ালু পায়, অনু গ না জন্মিল তাতে ॥ আরে মনঃ পায়ে পড়ি, অসত প্রয়াস ছাড়ি, কৃষ্ণ২ কহ অনুক্ষণ। এ বড় সুলভ অতি, নামে যদি কর প্রীতি, তবে প্রেমানন্দের নন্দন ॥ ৭৬ ॥

ওরে মন মিনতি করিয়া ধরি পায়। কেন বৃথা চিন্ত অন্য, চিন্ত কৃষ্ণপদ ধন্য, এই ভিক্ষা মাগি যে তোমায় ॥ কি মিথ্যা জল্পনে বক্ত্র, ডুবিয়াছ অবিরত, কৃষ্ণ২ কহ ওরে ভাই। কর্ণ কৃষ্ণলীলা গুণ, শুন তুমি অনুক্ষণ, অন্য গীত বাদ্য দেখ নাই ॥ চক্ষু মোর নিবেদন, এ সংসারে সর্ব্বক্ষণ, কৃষ্ণময় নিরীক্ষণ কর। কৃষ্ণ বিনা যদি আর, যে থাকে সে ছারখার, তাহে অতিদূরে পরিহর ॥ তোমরা বান্ধব হৈয়া, যার যে সে গুণ লৈয়া, রহ সবে শ্রীকৃষ্ণ তৃষ্ণায়। ধন্য প্রেমানন্দ জন্ম, যদি কর এই কর্ম্ম, তবে মোর অন্তর জুড়ায় ॥ ৭৭ ॥

এ মন হরি নাম কর সার। এভব সাগর, দিবে বালি চর, হাটিয়া হইবি পার ॥ ধরম করম, এ জপ এ তপ, জ্ঞান যোগ যাগ ধ্যান। নহি নহি নহি, কলিতে কেবল, উপায় গোবিন্দ নাম ॥ ভুকতি মুকতি, যে গতি সে গতি তাহে না করিহ রতি। মেঘের ছায়ায়, জুড়ান যেমন, কহ না সে কোন গতি ॥ বদন ভরিয়া, হরি২ বল, এমন সুলভ কবে। ভারত ভুমেতে, মানুষ জনম, আর কি এমন হবে ॥ যতেক পুরাণ, প্রমাণ দেখনা, নামের সমান নাই। নামে রতি হৈলে, প্রেমের উদয়, প্রেমেতে হরিকে পাই ॥ শ্রবণ কীর্ত্তন, কর অনুক্ষণ, অসত পচাল ছাড়ি কহে প্রেমানন্দ, মানুষ জনম, সফল কর না ভাড়ি। ৭৮।

এ মন হরি হরি হরি বল। অসার ভাবনা, বাঁ পায়ে ঠেলিয়া, সদাই আনন্দে দোলে॥ কি ছার এ আর, কুবোল সুবোল, সে সব পচাল বৃথা। তাহাতে যে কাল সে কাল বিফল, আরো কি তোমার মাথা॥ সতের স-হিতে, মিলিয়া যুলিয়া, হরির চরিত্র গাও। এ বোল রাখ না, বলিয়া দেখনা, কত না আনন্দ পাও॥ ইথে কি আ-লিস, শুনরে বালিশ, সকলি তোমার বশ। বদন ভরিয়া, হরি বল যদি, ভুবনে ঘুষিবে যশঃ॥ ভারত ভূমেতে, মা-নুষ জনম, এ অতি সুকৃতি ফলে। যে কর সে কর, এখনি করহ, কি হবে এ তনু গেলে॥ বলনা যে আয়ু, তাহা বা কদিন, পুনঃ সে যাইতে পারে। কহে প্রেমানন্দ, হরিনা বলিলা, যাইবা শমন ঘরে॥ ৭৯॥

ওরে মন কৃষ্ণ নাম সম নাহি আর। ধর্ম্ম কর্ম্ম তপ ত্যাগ, ধ্যান জ্ঞান ব্রত যাগ, কেহ নহে নামের সমান॥ যে নাম লইতে হর, প্রেমে মত্ত দিগম্বর, বাল্মীক হইল তপোধন। অজামিল বিপ্র ছিল, নামাভাসে মুক্তি পা-ইল, পুত্রকে ডাকিয়া নারায়ণ॥ যে নামে স্বাদু পাইয়া, তম্বুরে কিরয়ে গাইয়া, দেবঋষি নারদ গোসাঞিও। সত্য ভামা ব্রতছলে, কৃষ্ণসঙ্গে করি তুলে, দেখাইলা নামের বড়াই॥ অনন্ত সহস্রমুখে, যে নাম গায়েন সুখে, তবুতো করিতে নারে সীমা। লক্ষ্কার অর্জুনকে, প্রভু আপনার মুখে, করিয়াছে নামের মহিমা॥ প্রেমানন্দ কহে মন, কহ অনুক্ষণ, দুর্ব্বাসনা ছাড়িয়া হৃদয়। প্রেমে উচ্চৈঃ অবশ্য গাইবে হরি, নাম আর নামী ভিন্ন নয়॥ ৮০

ওরে মন আর কত দগধ আমায়। গলায়ে বসন করি, দশনেতে তৃণ ধরি, নিবেদন করি তোর পায়॥ যদি কহ অন্য কথা, খাওরে আমার মাথা, সদানন্দে কৃষ্ণ২ বোল। ছাড় অন্য বৃথা কথা, কর্ণ না পাতিয় তথা, কৃষ্ণ বিনে সব গণ্ডগোল॥ যদি অন্য চিন্ত ভাই, তবে তোমার দোহাই, চিন্ত কৃষ্ণ চরিত্র মধুর। ব্রজভূমি বৃন্দা বন, সঙ্গে সখা সখীগণ, নিত্যলীলা প্রেমরসপুর॥ না কর অসত দৃষ্ট, সর্ব্বত্রেই নিজাভীষ্ট, স্ফূর্ত্তিকরি দেখ নিরন্তর। অসত সঙ্গ ছাড়ি বপু, কৃষ্ণ কহি জিন রিপু, সাধুসঙ্গে রাখ কলেবর॥ কৃষ্ণ অঙ্গগন্ধ নসা, করিয়া তাঁহার আশা, খু-জিয়াফিরহ রাত্রি দিনে। প্রেমানন্দ কহে মন, শ্রীকৃষ্ণ ক-হিতে যেন, অশ্রুজল বহে দুনয়নে॥ ৮১॥

ওরে মন হরিহরি বল ভাই। বিচার করিয়া, বুঝিয়া দেখনা, নামের সমান নাই॥ সাগর লংঘিয়া, ফিরে হনু মান, লইয়া রামের নাম। সেই সে সাগর, আপনে তরিলে, পাতরে বান্ধিয়া রাম॥ দ্বারকা ভুবনে, নারদ গোসাই, সাধিলা আপন কায। হরি হরিনাম, ভূলিদেখা ইল, এতিন লোকের মাঝ॥ গঙ্গাস্নান করে, যে করে সে তরে, না করে না তরে পুনঃ। আর এক তার, নামের মহিমা, বিশ্বাস করিয়া শুন॥ শতেক সমাজে, বসিয়া যে যে জন, গঙ্গা২ ইতি বলে। সবাকার পাপ, মোচন হইয়া বিষ্ণুর লোকেতে চলে॥ মরণ কালেতে, কোন খানে কেবা, গঙ্গায় পরশি রাখে। তারণ কারণ, নাম বিনা আর, কে কার শ্রবণে ডাকে॥ সকল কালেই, নামের প্রকট, কখন বিরাম নয়। নামের সহিতে, রূপ গুণ

লীলা, ভাবিয়া দেখিলে হয়॥ কৃষ্ণ দুঃখহর, যাহার জিহ্বায়, ভুবন জিনিল সে। কহে প্রেমানন্দ, কি মোর দুর্দ্দৈব, ভুলিয়া হইনু যে॥ ৮২ ॥

এ মন ইহা কি তুমি না সুজ। সাধন ভজন, এ বড়ি দুর্গম, বিচারি কেন না বুঝ॥ আশ্রয় করিছ, যে ভাব সে ভাব, স্বভাব না গেল ক্ষয়। পুরুষ হইয়া, প্রকৃতী কেমনে, কেমনে কাম বা জয় ॥ তুমি যে পুমান, দেখ না এমন, স্বপনে ছাড়িতে নার। বৃদ্ধ হৈলে কহ, এ কাম ঘুচিবে, বৃথা এ ভরসা কর॥ খাইতে শুইতে, কখন ভুলিছ থাকি না পড়িছে এথা। কোটিকে গুটিক, কেহ কোন থানে, সতত সে ভাব কোথা॥ দুটি রিপু তোর, সদা বলবান, আগেতো তাদেক জিন। তবে সে পারিবা, নহে সে হারিবা, ভরমে সারিবে কেন॥ এতেকে বলিছি, কিছু না পারিছি, তে তোর পায়েতে ধরি। কহে প্রেমানন্দ, তে সব পাইবা, বল হরি হরি হরি॥ ৮৩ ॥

ওরে মন কি ভয় শমনে করি আর। যদি কৃষ্ণ পদে রতি, কি করিবে পিতৃপতি, ইহা কেনে না কর বিচার॥ যেপদ ভরসা করি, ব্রহ্মা সৃষ্টি অধিকারী, যেপদ বাঞ্ছয়ে পঞ্চানন। যে পদে গঙ্গার জন্ম, লক্ষ্মী জানে যাঁর মর্ম্ম, অহর্নিশি স্মরে অনুক্ষণ॥ বক্রু আদি যে প্রসাদে, যোগেন্দ্র ধরয়ে হৃদে, মুনিগণ যে পদ ধেয়ায়। দ্রৌপদী প্রহ্লাদ কয়, যে পদ হৃদয়ে ধরি, দেখ কত সঙ্কট এড়ায়॥ দ্রুত করি নিজ কায, মিত্র হবেঁ ধর্ম্মরাজ, বৃথা চিন্ত অসার সংসার। কহে দীন প্রেমানন্দ, চিন্ত কৃষ্ণ পাদদ্বন্দ, রিপু বলে শক্র নহে আর॥ ৮৪ ॥

ওরে মন একি স্মৃতি নাহিক তোমার । যবে গুরু কৃপা করি, মন্ত্র দিল কর্ণ ধরি,তাহা কেনে না কর বিচার পুষ্প দিয়া গুরুপায়,দেহ সমর্পিলে তায়, সেইকালে করি আত্মসাথ। বয়ঃরূপ নাম মূর্ত্তি, সেবা অনুগত স্থিতি, সব তত্ত্ব কয়েছে তোমাত ।। আপনা চিনিয়া লহ, কিসে এ আমার কহ, দিয়া মোর বল কি সাহসে। যদি কহ অনুদ্দিশ্য, কোথা গুরু কোথা শিষ্য, তবে বান্ধা যাবে কর্ম্ম-ফাঁসে ।। যদি বল সে দেহেতে, সদত থাকিলে তাতে, এ দেহে চেতন থাকে কায়। চেতন না থাকে যবে, কেকরে আহার তবে, অশন নহিলে দেহ যায় ।। তবে শুন তার মর্ম্ম, গোপীকার ভাব ধর্ম্ম, কৃষ্ণসুখে সকল আচার। বেশ ভুষাদি অশন, কৃষ্ণে সব সমর্পণ, দেহে আত্ম সুখ নাহি তার ।। সেখানে এখানে এক, ভেবে দেখ পরতেক বিনা ভাবে সকলি অন্যায়। প্রেমানন্দ কহে মন, ভাবে ডুব অনুক্ষণ, ভাবসিদ্ধি সর্ব্বত্র সর্ব্বথায় ।। ৮৫ ।।

এ মন তুমি কি ভাঁড়াম কর। সেবক হএগাছি, আশ্রয় করেছি, কিসে এ গরব ধর ।। সেবক বলিয়া,এতিন আখর, তিনের তিনটি কাম। তা যদি না কর, বিমত আচর, তে কিসে সেবক নাম ।। সে, আখর যেবা, করে গুরুসেবা, স্বীকার গুরুর বাক। তা ছাড়ি সেবিলি, স্ত্রী বাক পালিলি, সে, ঘুচি রহিল বক ।। বৈষ্ণব সঙ্গেতে, বাসুদেব ভজ, ফুকারি কহিছে বক । তাহা না শুনিলি, অসতে মজিলি, ব, ছাড়ি রহিল ক ।। ক, বলে কহনা, কৃষ্ণের চরিত, শ্রবণ কীর্ত্তন ধ্যান। তা কৈলি কখন, সংসারে মগন, ক, গেল করিয়া মান ।। একে একে দেখ,

তনেই ছাড়িল, বসতি হইল খালি। কহে প্রেমানন্দ,
তে যম কিঙ্কর, হাতে বাজাইছে তালি ॥ ৮৬ ॥

এ মন সাধন জান কি কাছে। আপনা চিনিয়া,
দুমার হওতে,সাধন বুঝহ পাছে ॥ যেন আম্রফল, কষায়
অম্বল, মধুর রসিলে পাকে। কষা ছাড়ি অম্ল, ক্রমেতে
মধুর, মধুরে কষা কি থাকে ॥ তেমতি জানিবা,পোষক
সাধক, সিদ্ধিতা অনেক দূরে। পোষকে থাকিবা,সিদ্ধির
আচার, কি সাধন বলি তারে ॥ কষার অভাবে, অম্ল
বৈসয়ে, পোষকে সাধকে এই। অম্ল ঘুচিলে,মধুর বলিয়ে
সাধক সিদ্ধির সেই ॥ স্বভাব ছাড়িলে, অনর্থ নিবৃত্তি, সা
ধন ইহার পরে। বীজ না রোপিয়ে, কোটা বান্ধ আগে
ফল পাড়িবার তরে ॥ জিহ্বার আলিসে, হরি না বলিস,
কেমনে করিবি সেবা। কহে প্রেমানন্দ, এ যে বড় ধন্দ,
কথার বাণিজ্য এবা ॥ ৮৭ ॥

এ মন ঘর কি ছাড়িলে তরে। যত পশুগণ, তে
কেন তরে না, বনেতে যাহারা চরে ॥ আহার তেজিলে
যদি হরি পাই, বিচারি কহনা ভাই। যত ফণীগণ, তে
কেন তরে না, ভক্ষণ যাহার বাই ॥ না ভজিয়া যদি,
বেশ ধরি পাই, অভাব থাকিত কারে। রাখালে মিলিলা
প্রলম্ব তে কেনে, বাছিয়া ফেলিল তারে ॥ সাধন ভজন,
কথায়ে কহিছ, অন্তর রাখিছ কাতে। সরম রাখিতে,
ভরম করিছ, ধরম ডুবিল তাতে ॥ প্রেমের আচার,
লোকের প্রচার, মদনে মাতিছ সুখে। যাঁহার পরশে,
সে প্রেম বিলাসে,তাহারে ধরেছ বুকে ॥ স্বভাব ছাড়িতে
যদি না পারিছ, তে কেনে ভাঁড়িছ লোক। কহে প্রেমা-

নন্দ, স্বভাব না গেলে, ভরমে নাশিবে তোক ॥ ৮৮ ॥

এ মন কি করে বরণ কুল। কোনো কুলে কেনে, জনম না হয়, কেবল ভকতি মূল ॥ কপিকুলে ধন্য, বীর হনূমান, শ্রীরাম ভকত রাজ। রাক্ষস হইয়া, বিভীষণ বৈসে, ঈশ্বর সভার মাঝ ॥ দৈত্যের ওরসে, প্রহ্লাদ জনমি ভুবনে রাখিল যশঃ। স্ফটিক স্তম্ভেতে, প্রকট নৃহরি, হইয়া যাহার বশ ॥ চণ্ডাল হইয়া, মিতালি করিলা, গুহকচণ্ডাল বর। বলনা কি কুল, বিদুরের ছিল, খাইল তাহার ঘর ॥ দেখনা কেমন, সাধন করিল, গোকুলে গোপের নারী। জাতি কুলাচারে, তবে কি করিল, সে হরি যে ভজে তারি শ্রীকৃষ্ণ ভজনে, সবে অধিকারী, কুলের গরব নাই। কহে প্রেমানন্দ, যে করে গরব, নিতান্ত মূরখ ভাই ॥ ৮৯ ॥

ওরে মন ভাবসিদ্ধি কেবল বিশ্বাস। সাক্ষাতে আছয়ে রত্ন, তাহাতে না কর যত্ন, কিবা হবে খুজিলে আকাশ ॥ কৃষ্ণ কৃষ্ণভক্ত এক, নাহি দেখ পরতেক, কৃষ্ণবাক্য ভগবদ্গীতাতে। তাহাতে নহিল রতি, শূন্য ভাবি পারে কতি করে মুকুর দেখ কি কূপেতে ॥ যদি না আস্বাদ জানে, নিকটে থাকেনা কেনে, কিবা বস্তু জানে সে কেমনে। বনে অলি পদ্ম স্মরে, খুজি মধু পান করে, কাছে থাকি ভেক তা না জানে ॥ যার সঙ্গে প্রীত যার, দূরেহ নিকট তার, পদ্ম ভানু কুমুদ তার সাক্ষী। শিখী উনমত্ত হৈয়া, থাকে পিচ্ছ পসারিয়া, গগণে জলদপুঞ্জ দেখি ॥ অনিত্য যে নিত্য হয়, যদি কর সুপ্রত্যয়, অসাহস কেনে কর ভাই। প্রেমানন্দ কহে মতি, স্বভাব জামিয়া রতি, দৃঢ়

ওরে মন কি তোর বুঝিবার ভুল। কহিছ বেদের পার, করিছ নিষিদ্ধাচার, ভাবি দেখ আপনার মূল॥ মুক্তিকে ঐশ্বর্য্য বলি, দূরেতে দিয়েছ ফেলি; ইঙ্গিতে বুঝাও এই তত্ত্ব। অনিত্য অসার অর্থ, সে ভাল সদাই প্রার্থ, যা লাগি রজনী দিবা মত্ত॥ নির্হেতু যাজন কর, তবু সে ছাড়িতে নার, কথায় বিরক্ত এসংসার। সর্ব্বস্ব বলিছ যার, দিতে এক বট তার, সে চাহিলে কহ আপ নার॥ কহ ভজি বৃন্দাবন, ঘরে সুখবাস মন, ভালবাস বসন ভূষণে। সন্তুষ্ট মানিছ মানে, মহাক্রোধ অপমানে আত্মসুখ ঘুচিল কেমনে॥ কহিছ গোপীর ধর্ম্ম, কি বুঝিছ তার মর্ম্ম, স্বভাব ছাড়িতে নার তিলে। দেখিয়া পাইছ সুখ, প্রকৃতী বাঘিনী মুখ, সর্ব্বাত্মা সহিতে যেই গিলে॥ কহে শুন প্রেমানন্দ, বিচারিলে সব ধন্দ, কহি লে শুনিলে কিবা হয়। কৃষ্ণ কৃষ্ণ অবিরত, কহ এই প্রেমপথ, নির্ম্মল হইলে বস্তু দয়॥ ৯১॥

ওরে মন সাধুসঙ্গ পরম কারণ। ক্ষণে সাধুসঙ্গ করে পাপ তাপ দৈন্য হরে, কৃষ্ণচন্দ্র করায়ে স্ফূরণ॥ কর্ম্ম যোগ নানা ধর্ম্ম, সাংখ্যযোগ আদি কর্ম্ম, তপত্যাগ বেদ পাঠ সাধি। মহাপুর মহাঘর, কূপ দীঘী সরোবর, ব্রত দান পুণ্য নিরবধি॥ বহু যজ্ঞ করে যত্নে, বহুমান্য করে রত্নে, বিবিধ দক্ষিণা সমর্পণ। সংযম নিয়ম কত, পৃথি বীতে হয় যত, করে নানা তীর্থ পর্য্যটন॥ এত রূপে কৃষ্ণ প্রভু, কারো বশ নহে কভু, সাধুসঙ্গ বিনা কেহ নারে। সাধুসঙ্গে ভক্তিভাস, অজ্ঞান অবিদ্যা নাশ, কৃষ্ণ

প্রাপ্তি সুলভ তাহারে ॥ নারদের সঙ্গ হৈতে, ব্যাধ হৈল ভাগবতে,প্রহ্লাদ শিক্ষিল গর্ভমাঝ। পঞ্চবৎসরের কালে ধ্রুব সাধিলেন হেলে,জড়ভরত হৈতে রঘুরাজ ॥ হরিদাস ঠাকুর সনে, এক বেশ্যা এক দিনে, তিন লক্ষ হরি নাম কৈল। কি হবে আমার গতি, হেন সাধুসঙ্গ প্রতি, প্রেমা নন্দের মন না ডুবিল ॥ ৯২ ॥

ওরে মন সাধুসঙ্গে করহ বসতি। যদি কর্ম্মপাশ বন্ধে, মগন করয়ে অন্ধে, যদি কুলবিহীন উৎপতি ॥ যদি পশু পক্ষ কৃমি, জন্মিয়া২ ভ্রমি, সতত করায় গতা-গতি। যেমন তেমন স্থানে, গৃহে বা পর্ব্বত বনে, কাঁহা কেনে না হয় বসতি ॥ থাকে যেন এই সূত্র, সুদৃঢ় চিত এই মাত্র, শ্রীকৃষ্ণ চরণে রতি মতি। ঘুচিবে সকল দুঃখ, পাইবে অশেষ সুখ, বুঝি কর শ্রীকৃষ্ণ ভকতি ॥ ধর্ম্ম কর্ম্ম জ্ঞানযোগ, স্বর্গ মোক্ষ ভুক্তি ভোগ, কৃষ্ণসেবানন্দ ইহা বিনে। যদি ইথে কোন ক্ষণ, বান্ধ তায় আমার মন, তবে যেন হয়তো মরণে ॥ রাধাকৃষ্ণ দুটি নাম, জিহ্বা যেন অবিরাম, দুই গুণ লীলাতে শ্রবণ। কহে প্রেমানন্দ দীনে, দুহু চিন্তা অনুক্ষণে, রূপে যেন থাকয়ে নয়ন ॥ ৯৩ ॥

এ মন ভাবিয়া দেখনা ভাই। যে তোর জীবন,জীইছ যাহাতে, চিনিতে নারিলি তাই ॥ লোচন বচন, শ্রবণ শকতি, এ সব যাহার সাথে। মায়ায়ে ভুলিয়া, আমার বলিয়া, মজিলি অসত পথে ॥ সে যবে নাড়িবে, এ দেহ পড়িবে, তা বিনু তিলেক মিছা। সুজনে পালন, প্রলয় সকলি, কেবল তাহার ইচ্ছা ॥ মায়া না সৃজিয়া, দয়া না

করিছে যাহাতে সংসার তরে। এ বেদ পুরাণ, কত উপ দেশ, তবু যে বুঝিতে নারে ॥ অন্তরে থাকিয়া, যতেক মমতা, বাহিরে ব্যাপিয়া তত। অন্তরে থাকিতে,চিনিতে নারিলি, বাহিরে চিনিবি কত ॥ এক যে চিনিল, অনেক জানিল, একই অনেক তার। কহে প্রেমানন্দ, বিনা পরি চয়ে, তা সনে সম্বন্ধ কার ॥ ৯৪ ॥

এ মন সচেতন থাকনারে ভাই। শমন সদন, অন্ধ কার যেন, এখন জানহ নাই ॥ সবল টুটিল, নিশান উঠিল, দেখনা পাকিল কেশ। দশন নড়িল, শবদ পড়ি ল, আসিয়া চটিল দেশ ॥ লোচন ঘাটিল, বচন কাটিল, শ্রবণ পশিল ডরে। দেখিয়া বিপত্তি, করিয়া যুকতি, অলপে অলপে সরে ॥ অস্থি টুটিল, রুধির লুটিল, পল পলাইল পাছে। চর্ম্ম গলিল, মনীষা চলিল, প্রমাদ ফ লিল কাছে ॥ সকলে ভাগিল, আলিস জাগিল, কখন ঢুকিয়া ঘরে। করি কোন ছল, কর পদ গল, বান্ধিয়া লইবে চোরে ॥ এ মন পাগল, হরি হরি বল, চেতন থাকিয়া কাযে। কহে প্রেমানন্দ, শুনিয়া আনন্দ, শমন পলাবে লাজে ॥ ৯৫ ॥

এ মন দেখনারে মনঃ কানা। সময় জানিয়া, শমন কিঙ্কর, দুয়ারে বসিল থানা ॥ বিপত্তি দেখিয়া, আগে পলাইছে, সঙ্গের সঙ্গিয়া যত। বুঝিতে নারিয়া, মিছা দুরাশয়, হাঁচড়ি মরিলি কত ॥ শ্রবণ দুয়ারে, কপাট পড়িল, নয়নে নিভাইল বাতী। চিকুর নিকুর, আপনা ছাড়িল, দশন ছাড়িল পাঁতি ॥ বচন রচন, কোথা

পাটর, পিছে পিছাইল জোর ॥ মাংস কষিল, রুধির শোষিল, বিকল হইল কল। এ আমি আমার, তবু না ঘুচিল, সন্মুখে ধরিবে ফল ॥ উঠিতে বসিতে, বাপ আও শব্দ, শ্রীহরি বলিতে লাজ। কহে প্রেমানন্দ, আর কি বিলম্ব, শমন নগরে সাজ ॥ ৯৬ ॥

এ মন তোমারে কহিনু সার। এতিন ভুবন,চাহিয়া দেখনা, মানুষ পরে না আর ॥ ভাবিয়া বুঝনা, দেবের শকতি, ক্ষীরোদে যাইতে নারে। ভারত ভুবনে,সাধিতে পারিলে, হাঁটিয়া গোলোক ধরে ॥ সেই সে মানুষ, ত্রি- বিধ প্রকার, সহজ সভার বড়। করযোড়ে এথা, দেব কি গন্ধর্ব্ব, মানুষ দুয়ারে জড় ॥ মানুষ ভজিলে, মানুষ চিনিলে, সে জন মানুন হয়। সুখের সাগরে, সে রহে সতত, ভুবন করিয়া জয় ॥ এমন মানুষ, না মিলে কখন যাবত অজ্ঞান ঘুচে। লোকের ভিতরে, মানুষ খুঁজিলে, কোটিকে গুটিক আছে ॥ আকৃতি দেখিয়া, কে চিনে মানুষ, মানুষ আচরে তারা। কহে প্রেমানন্দ, মানুষ নহিলে, মানষ চিনিবে কারা ॥ ৯৭ ॥

এ মন মরণ কি করি ডর। সংসারে জনমি,কে আছে অমর, মরণ কাহার পর ॥ শরীর ছাড়িলে,মরণ কহিতে বোলয়ে কাহার নাই। মানুষ মরিয়া, কুযোনি জায়তে, মরণ গণিয়ে তাই ॥ মানুষ আসিয়া, আপনা সারিয়া, মরিয়া মানুষ হয়। পুরাণ ঘুচিয়া,নবীন হয়তে,কে তারে- মরণ কয় ॥ মুনি সব আগে, গো বধ করিত, গোমেধ যজ্ঞের লাগি। যে মরে সে হয়, কিবা অপচয়, তেঁঞি

হইল লাভ । তবে সে মরণ, না করি গণন, বেদের এই সে ভাব ।। যমকে বাঁচিয়া, মানুষ মরিয়া, মানুষ হওতে তাই । কহে প্রেমানন্দ, হরি হরি বল, তে তোর মরণ নাই ।। ৯৮ ।।

এ মন বিচারি কেনে না চাও । দেখ ভবরোগ, তে কেনে ঘুচে না, কত না ঔষধী খাও ।। কত না করিছ, প্রসাদ সেবন, চরণ ধৌতজল । এসব ঔষধী, পান কর তবু, ধাতুতে নাহিক বল ।। জিহ্বার পরশে, যে হরি নামেতে, প্রেমেতে জানায় তনু । সে নাম লইতে, আদ্র । নহিলি, লোহার পিণ্ড সে জনু ।। ভাবিয়া দেখনা, ঔষধে কি করে, কুপথ্য ছাড়িতে নারো । কুপথ্য থাকিতে, রোগ না ছাড়িবে, অরুচি বাড়িবে আরো ।। অনুপান জানি, ঔষধী খাওতো, রোগের দমন হবে । এখনি তা যদি, বুঝিতে না পার, তা আরো জানিবে কবে ।। ক্ষুধা টি বাড়য়ে, রুচিটী জনমে, খাইতে আনন্দ জল । কহে প্রেমানন্দ, তবে সে জানিহ, ঔষধী ধারণ কল ।। ৯৯ ।।

এ মন ভাবিয়া দেখনা তাই । বল কি সাধনে কোথা বা পাইবা, সিদ্ধের কোনবা ঠাই ।। নন্দের নন্দন, ভজন করিতে, শচীর নন্দন সে । যত গোপীগণ, মহান্ত হইল সেখানে আরবা কে ।। ব্রজলীলা পর, কোথা এত দিনে, কেবল প্রকট এথা । বিচার করিয়া, বুঝিয়া দেখনা, এখন আরবা কোথা ।। যদি বল পুনঃ, ব্রজেই চলিলা, কহ কে দেখয়ে যাই । ব্রহ্মার দিবসে, তেঁহ একবার, আর কি এমন পাই ।। তবে বল যদি, নিত্যভাবে স্থিতি, নিত্য বা বলহ কারে । ব্রজ নবদ্বীপ, এদুই বিহার, কি ভজ ইহার

পারে ।। নিত্যলীলা যত, আছয়ে ব্যকত, বিচারি কেন না চাও। শ্রীগুরু বৈষ্ণব, তাহে অনুভব, সকল কালে যে পাও ।। এখনি সাধন, সিদ্ধিও এখনি, ভাবের গোচর সে। এখনি তা যদি, দেখিতে না পাও, মরিয়া দেখিবে কে ।। মরণ জীয়ন, এখনি সাধহ, এ দেহ গেলে কি পার। কহে প্রেমানন্দ, মানুষ নহিলে, এভাব বুঝিতে নার ।। ১০০ ।।

ওরে মন তৃণ দন্তে করি নিবেদন। পুরুষ প্রকৃতি হৈয়া, গোপীকার ভাব লৈয়া, সেব রাধাকৃষ্ণের চরণ ।। ব্রজে বৃষভানুপুরে, জাবট ও নন্দীশ্বরে, শ্রীকৃষ্ণ যমুনা বৃন্দাবন। সখীর পরম শ্রেষ্ঠ, আপনার নিজাভীষ্ট, অনুগত রহ অনুক্ষণ ।। পূর্ব্বরাগ আদি ক্রমে, যে রস যেলীলা স্থানে, বিপ্রলম্ভ সম্ভোগানসারে। সে সুখে সে দুঃখেদুঃখী হইবে সময় দেখি, সেব সদা চিন্তিয়া অন্তরে ।। রসকথা আলাপনে, তাহাতে পাতিয়া কানে, বসতি করহ সখী মাঝে। প্রেমানন্দ কহে চিত্ত, আপনাকে সশঙ্কিত, সতত থাকিব সেবা কাযে ।। ১০১ ।।

এ মন বিচারি কহ না ভাই। শ্রীবৃন্দাবন ধন,নন্দের নন্দন, কেমন সাধনে পাই ।। এতিন ভুবনে, সবাই ভাবেন,কত জনা কত ভাবে। ব্রজের নিগূঢ়, রস এদুর্লভ সবার গোচর কবে ।। দেখ কি সাধন, কৈল গোপীগণ কি প্রেম কেমনে জানি। শ্রীকৃষ্ণ যেগুণে,সীমা না পাইয় আপনি হইলা ঋণী ।। গোপী অনুগত, বিনা কে জানিবে যুগল মধুর রস। আপন চিনিয়া, সাধিতে পারিলে বুঝিতে পারিয়ে যশঃ ।। সাধন ভজন, মিছা চলাইছ স্বভাব ছাড়িতে নার। গুমান ত্যজিয়া, ভজিতে নারিবে

কিসে এ বড়াই কর॥ ব্রজে পরকীয়া, মর্ম্ম না জানিয়া, যদি তা ভাবয়ে কাম। কহে প্রেমানন্দ, ব্রজ ভাবি সেহ শেষে যাবে অন্য ধাম॥ ১০২ ॥

ওরে মন সখীভাব ধরিয়া অন্তর। রাধাকৃষ্ণ লীলা সেবা, তুহু রূপ রাত্রিদিবা, চিন্ত না হইও অবসর॥ যমুনা পুলিন বনে, শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কেত স্থানে, বংশীবট এধীর সমীরে কদম্ব কুসুম বনে, বৃন্দাবনে গোবর্দ্ধনে, নিধুবনে নিকুঞ্জ মন্দিরে॥ যে সময় যেন লীলা, যে রস কৌতুক খেলা, শ্রীগুরু মঞ্জরী অনুগতি। তাম্বূল চামর ব্যজ, ঘনসার মলয়জ, রত্ন বাস ভূষণ সেবাতি॥ ললিতাদি সখীগণ, বেষ্টিত সে দুই জন, হাস্য রস সুবেশ ভূষণে। প্রেমানন্দ কহে মন, এ আনন্দ অনুক্ষণ, এই শোভা কর নিরীক্ষণে॥ ১০৩ ॥

ওরে মন কেন দিন হবে কি আমার। সংসারে না কর রতি, গোপীভাবে ব্রজে স্থিতি, করি সেবা করিবে দোঁহার॥ শ্রীদেবী ললিতা সখী, মোরে অনাথিনী দেখি করি কবে করুণা ঈক্ষণে। জানিয়া কিঙ্করী নিজ, চামর ব্যজন সুজ, নিয়োজিত তাম্বূল সেবনে॥ শ্রীবিশাখা দেবী মোরে, আজ্ঞা দিবে লেহ্রদ্বারে, দোঁহাকার দুকুল সেবায়। সুচিত্রা কখন ছলে, কৃপা ক্ষের দৃগঞ্চলে, কেশ বেশ সেবাতে আমায়॥ শ্রীচম্পকলতা সখী, কৃপাদৃষ্টে মোরে দেখি, সমর্পিব মিষ্টান্ন সেবনে। রঙ্গদেবী সখী হাসি, নিজ অনুচরী বাসী, আজ্ঞা দিবে গন্ধানুলেপনে॥ সুদেবী করুণা করি, এদাসীরে হাতে ধরি, দেখাবেন সুতৈল মর্দ্দনে। তুঙ্গবিদ্যা দাসীজ্ঞানে, সঙ্গীতের রাগ

তানে, শিক্ষাইবে নৃত্য করায়নে ।। কবে ইন্দুরেখা সখী কৃপায়ে অপাঙ্গে দেখি, ভাণ্ডারে করিবে নিয়োজিত। প্রেমানন্দ কহে বিধি, এই কয় ভাব সিদ্ধি, করি মোর পূরাবে বাঞ্ছিত ।। ২০৪ ।।

ওরে মন কি লাগি সন্দেহ কর ভাই। ব্রজভূমি বৃন্দাবন, যমুনা পুলিন বন, কৃষ্ণের বিহার এইঠাই ।। সাক্ষাতে দ্বাদশ বন, আর গিরি গোবর্দ্ধন, আর স্থান গোকুল জাবট। শ্রীকৃষ্ণ মানস নদী, নন্দীশ্বর পুর আদি, দানঘাটী তরু বংশীবট ।। ইহা দেখি কহ পাছে, আর বৃন্দাবন আছে, কোথা আছে আর নিরূপিতে। দেখিয়া নহিল দৃঢ়, যে না দেখ তাই বড়, কিবা ভজ না পারি বুঝিতে ।। ভূমি চিন্তামণি যেই, ভাবের গোচর সেই, কেবা কতি দেখিল সাক্ষাতে। কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য যত, কে অন্ত করিবে কত, বেদ বিধি না পারে কহিতে ।। যদি আর বৃন্দাবন, থাকে থাকুক ওরে মন, দেখ এই অতি পরিপাটী। কৃষ্ণ গোপ অভিমান, চিন্তামণি যেই স্থান, কাহা তাঁহা কাদা ধূলা মাটী ।। গোদোহন বাল্যখেলা, গোচারণ গোষ্ঠলীলা গোপ গোপী সঙ্গে যে বিহার। দান নৌকা পুষ্পতোলা, মধুপান পাশাখেলা, জলক্রীড়া বংশীচৌর্য্য আর ।। সূর্য্য-পূজা দোল ঝুলি, যে করিলা রাসকেলি, বনবিহারাদি এই ধামে। এই সাধ্যসাধন, ইহাতেই ডুব মন, এক দণ্ড না কর বিশ্রামে ।। এই নন্দসুতে প্রীত, এই ধামে সুনিশ্চিত এই বৃষভানুজার পায়। ললিতা বিশাখা আদি, সখীর অনুগা সাধি, প্রেমানন্দ আর নাহি চায় ।। ১০৫ ।।

ওরে মন কেনে ভুল সংশয় ভাবিতে। শ্রীনন্দনন্দন হরি, গেলা কিনা মধুপুরী, সন্দেহ নারিহ ঘুচাইতে ॥ যদি বল নন্দাত্মজ, সে কেন ছাড়িবে ব্রজ, কখন না যায় অন্য স্থানে। যে হৈতে অক্রূর আইল, কৃষ্ণচন্দ্র লৈয়া গেল, কে আর রহিল বৃন্দাবনে ॥ রাধিকার প্রাণনাথ, সর্ব্বদা গোপীর সাথ, যদি বল বিহরে ব্রজেতে। তবে কেনে গোপীগণ, বিহরে বিহ্বল মন, দূতী পাঠাইলা মথুরাতে ॥ কৃষ্ণ যে উদ্ধব দ্বারে, প্রবোধিলা গোপিকারে, মহিষীর কোলে সদা কাঁপে। রাধিকা স্মরণ করি, নেত্র অশ্রু জলে ভরি, ক্ষণে মূর্চ্ছা বিরহ সন্তাপে ॥ কুরুক্ষেত্রে দুই জনে, যাঁর যে আছিল মনে, সব দুঃখ নিবারণ কৈল জানিয়া রাধার মর্ম্ম, বুঝাইলা নিজ ধর্ম্ম, কৃষ্ণ প্রাপ্তির প্রতীত হইল ॥ কালিন্দী কর্ণিকা শ্যাম, অভেদ একই ধাম, কেনে ইথে ভিন্ন ভেদ কর। যাঁহা কৃষ্ণ তাঁহা ব্রজ, সদা এই ভাবে ভজ, যদি ভাই মোর বোল ধর ॥ তিন বাঞ্ছা অভিলাষি, এবে নবদ্বীপে আসি, রাধা ভাব কান্তি অঙ্গীকরি। আপনে করি আস্বাদন, শিক্ষাইল ভক্তগণ, বিস্তার করিল জগভরি ॥ নবদ্বীপে বৃন্দাবনে, এক কহ তবে কেনে, ছাড়া কিসে মথুরা নগর। প্রেমানন্দ কহে মন, রাধাকৃষ্ণ বৃন্দাবন, এক ঠাঞি শ্রীগৌরসুন্দর। ১০৬।

এ মন পামর মত ভুলরে। শ্রীনন্দনন্দন, গোপীজন বল্লভ, কহ মন রাধাকৃষ্ণ হরে ॥ পীতাম্বর ঘনশ্যাম, হৃষীকেশ রাধানাম, এক রসিক বর হরে ॥ গোবর্দ্ধন ধর ...শী সুধাকর, কহ মন রাধাকৃষ্ণ হরে ॥ কালিয় দমন ...দ ঘাতন, গোকুল পালক দামোদরে। হে গোপাল

গোবিন্দ, জনার্দন কহ মন, রাধাকৃষ্ণ হরে ॥ হরি কেশব, যমলার্জুন ভঞ্জন পুণ্ডরীকাক্ষ মুরারে। জয় জগবন্ধু বামন যাদবাচ্যুত শ্রীপতি ধরণী ধরে ॥ রাম নারায়ণ কমল লোচন, কহ মন রাধাকৃষ্ণ হরে ॥ দুরিত নিরাকরণ পতিত উদ্ধারণ, ভকত বৎসল কংসারে। দেবকী-নন্দন, দুষ্ট বিনাশন, কহ মন রাধাকৃষ্ণ হরে ॥ করুণাকর শ্রীপতি, দীন দয়ানিধি, মথুরাক নাথ হরে। কহে প্রেমানন্দ, অহর্নিশি বাসহ, কহ মন রাধাকৃষ্ণ হরে ॥ ১০৭ ॥

হেন অবতারে যার, নহিল ভকতি লেশ, বল তার কি হবে উপায়। রবির কিরণে যার, আঁখি পরসন্ন নৈল বিধাতা বঞ্চিত ভেল তায় ॥ ভাই রে ভজ গোরাচাঁদের চরণ। এ তিন ভুবনে আর, দয়ার ঠাকুর নাই, গোরা বড় পতিত পাবন ॥ হেন জলদ কায়, প্রেমধারা বরিষয়, করুণাময় অবতার। গোরা হেন প্রভু পেয়ে, যে জন না ভজন নৈল, কি জানি কেমন মনঃ তার ॥ কাল ভব সাগরে, নিজনাম ভেলা করি, আপনে গৌরাঙ্গ করে পার। যে জন যে ডুবিয়া মরে, কে তারে উদ্ধার করে, এ প্রেমানন্দের পরিহার ॥ ১০৮ ॥

সমাপ্তোঽয়ং।